রেজিষ্টারি নং ৭৭ Rigistered No77. রেজিষ্টারি নং ৭৭

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ— অগ্রিম বার্ষিক ৮৷৷, ডাক মাশুল ১৷৷০, ষাণ্মাসিক ৪৫ ডাকমাশুল ৫০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাকমাশুল ।৵০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷৷০, ডাক মাশুল ১৷৷০ টাকা। প্রতি খণ্ড ।৵ বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০ আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।০ আনা।

৯ম ভাগ } কলিকাতাঃ— ১-ই চৈত্র, —বৃহস্পতিবার, সন ১২৮২ সাল ইং ... মার্চ ১৮৭৬ সাল। } ৭ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

—:০:—

প্রমোদ কুমার নাটক।

সংস্কৃত যন্ত্রে, ক্যানিং লাইব্রেরি, চিনা-বাজার ২৯,১০ ও ৫১ নং রসময় সুরের দোকানে ও ৬ নং ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ।৵ আনা মাত্র ডাক মাশুল ৵ আনা।

নিম্ন লিখিত পরীক্ষিত ঔষধ কলিকাতা ২৮ নং ঝামাপুকুর শ্রী যুক্ত বাবু শশী ভুষণ দের বাটিতে ও ভদ্রেশ্বরে উক্ত বাবুর ডিস্পেন্সরিতেও প্রাপ্তব্য।

১। স্পিরিট ক্যাম্‌ফর। এই মহৌষধ অতিসার ও উলাউঠা ব্যাধির বিশেষ উপকারী এবং ইহা দ্বারা অনেক আরোগ্য লাভ করিয়াছে। মূল্য ৷৷৵০

২। গ্রীষ্মকালীন পানীয় দ্রব্য। পরিশ্রান্ত ব্যক্তিগণ এক চামচে পান করিলে শরীর স্নিগ্ধ, হজমীকারক, অগ্নি বৃদ্ধিকারক ও পেটের উপদ্রব নাশ করিবে। মূল্য ৷৷৵০

৩। বৃহৎ হিম সাগর তৈল। এই উৎকৃষ্ট তৈল মস্তকে ব্যবহারে বায়ু পিত্ত রোগ সকল বিশেষ উপকার লাভ করিবে। যথাঃ—মাথা ঘোরা, বেদনা, শিরঃপীড়া, গাত্র জ্বালা, শরীর অবসন্নতা, হৃৎকম্প, চক্ষে ঘোর দর্শ, মস্তিষ্কের ক্ষীণতা উদারাধ্মান, বায়ু উদ্গার ইত্যাদি মূল্য ১্

৪। বাতরাজ তৈল ইহাতে বিবিধ বাত যথা কামড়ালে, বিদুলে, কনকনে, হাত পা অবশ, বা টেনে ধরা যত দিনের হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে মূল্য ৫০

৫। চর্ম্ম রোগাদি তৈল। গরল, দাদ চুলকনি, রক্ত কুষ্ঠ পাঁছড়া, টাক, পারা দ্বারা বা শোণিত বিকৃত হইয়া ত্বকের উপর চক্রাকার মূল্য ৫০

৬। কর্ণ পীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের কর্ণের বিবিধ পীড়া, কাণের ভিতর ঘা, ও রস বা পুঁজ পতন, বা বধিরতা দোষ আরোগ্য হইবে মূল্য ৷৷০

৭। শরীর শোধক বটিকা। মেহ ধাতুস্থ পীড়া, বহুমূত্র, শ্বেত প্রদর, স্ত্রী লোকের বাধক পুরতন কাশী অম্ল পিত্ত, গুল্ম, অর্শ, দুর্বলতা ও পুরুত্ব হানি এক একটি রোগের ভিন্ন ২ অনুপান দিয়া সেবন করিলে ত্বরায় আরোগ্য হইবে মূল্য ১৵

৮। গৃহিণী ও রক্ত আমাশয়ের বটিকা। ইহাতে নূতন বা পুরাতন আমাশয়, পেটের বেদনা, কামড়ানি, ও গৃহিণী পীড়ার উপশম হইবে।

৯। উপদংশ রোগ ও ঘার অতি উত্তম মলম॥ (পারাসংশ্লিষ্ট রহিত) নানা বিধ গরমির অন্যান্য ঘা। যথা নূতন, পুরাতন ঘা, নালী ঘা অর্শ পীড়ার যে ঘা বলিয়া থাকে, পারার ঘা, বিশেষতঃ নূতন ঘা এক সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য হইবে। মূল্য ৷৷০

এস বি, দে এণ্ড ডি, এন মিত্র, এল, এম, এস কৃত॥

THE INDIAN EVIDENCE ACT 1872.

By

KISHORI LAL SARKAR M. A. B. L.

Price Rs. 3

This is decidedly the best edition of the Indian Evidence Act that we have yet seen Babu Kissoree Lal Sircar has spared no pains to remove the difficueties which stand the unintiated readers of the Act in the face. He has made the work acceptable to the public generally.

Law Observer.

To be had at the Amrita Bazar Putrika Office nd Tacker Spink & Co's Library.

বন্দুক! বারুদ!! অতিসস্তা!!

আমরা বিলাত হইতে উত্তম উত্তম বন্দুক, রায়ফল, পিস্তল, তলয়ার ও শীকারের সকল প্রকার সরঞ্জম এবং নানাবিধ বিলাতি দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থে আনয়ন করিয়াছি। যাহার প্রয়োজন হইবেক তিনি, কলিকাতা ৩২ নং লাল দিঘির দক্ষিণ একশ্চেঞ্জের পূর্ব্বস্থিত ডি, এন, বিশ্বাস কোং দোকানে প্রাপ্ত হইবেন।

ডি, এন, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্বেবদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মূল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

বহুমূত্র পীড়ার মহৌষধ।

ইহা নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে সামান্য বহুমুত্র এবং দৌর্ব্বল্য, হস্ত পদাদির জ্বালা ও মস্তিষ্কে হীনবল প্রভৃতি উপদ্রব সংযুক্ত সর্ব্বপ্রকার মূত্রাধিক্য ও মধুমেহ পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য হয়।

এক মাসের ব্যবহারোপযুক্ত ঔষধ ২ কৌটা	৫ টাক
ঘৃত ১ শিশি এক পোয়া	৪ টাকা
তৈল ১ ঐ ঐ	৪ টাকা
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	২ টাকা

কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় কেশ হীনতা (টাক) দূর ও কেশ অকাল পক্বতা প্রাপ্ত না হইয়া বিশিষ্ট রূপ বর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘুর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ আরোগ্য মস্তিষ্ক সুশীতল ও চক্ষুজ্যোতি বৃদ্ধি হয়। ইহা অতি মনোহর গন্ধযুক্ত।

মূল্য ১ শিশি ১্ টাকা ডাকমাশুল ।৵০ আনা।

দন্তশোধন চূর্ণ।

ইহা নিয়মিত রূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার দন্ত রোগারোগ্য, দন্তমূল দৃঢ়, মুখের দুর্গন্ধ দূর এবং দন্ত উত্তম শুভ্র বর্ণ হয়।

১ কৌটা ৷৷০ ডাকমাশুল ।০ আনা

সুধাংশুদ্রব।

ইহা দ্বারা মুখ মণ্ডলের বিকৃত চিহ্ন (অর্থাৎ মেচেতা) ও ব্রণ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। শুষ্ক ত্বক কোমল ও পরিষ্কার হইয়া মুখশ্রী সমধিক বর্দ্ধিত ও বর্ণের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয় এবং ছুলি, ঘামাচি, চুলকানি আরোগ্য হয়। উহা সদ্‌গন্ধযুক্ত।

১ শিশি ৫০ ডাকমাশুল ।৵০ আনা

শ্রীবিনোদ লাল সেন গুপ্ত কবিরাজ কর্ম্মাধ্যক্ষ।

নানাবর্ণের সুদৃশ্য বিলাতীয় হুঁকা।

কলিকাতা যোড়াশাঁকো চিতপুর রোড ৩৭৮ সংখ্যক গৃহে বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য ২৷৷০ হইতে ৫ পাঁচ টাকা।

শ্রীরাধানাথ চৌধুরি।

এজেন্ট।

যৌবনে যোগিনী।

(ঐতিহাসিক দৃশ্য কাব্য।)

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা, সোভা বাজার, ৫০ নং গ্রে ষ্ট্রীটে ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য, মূল্য ১ এক টাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা।

বঙ্গবিজেতা—ঐতিহাসিক উপন্যাস।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। কলিকাতা ২৪৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ষ্টানহোপ যন্ত্রে, ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। মূল্য ১৷০ ডাক মাশুল ৵০ অনা।

ম্যালেরিয়া জ্বরঘ্ন আশ্চর্য্য পিল।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু নীলমাধব হালদার বহু যত্নে ডাক্তার এডওয়ার্ড গুডিব, বেল এবং সং মেকনামারা সাহেবদিগের সম্মতি ক্রমে "এণ্টি ম্যালেরিয়া ফিবর টনিক পিল" নামক বটিকা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া প্রায় দুই বৎসর চিকিৎসা দ্বারা অন্যান্য ঔষধাপেক্ষা বিশেষ উপকারী দর্শনে সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছেন যে, করন্‌ওয়ালিস ষ্ট্রিট ২০৫ সংখ্যক ভবনে এন, এম, হালদারের মেডিকেল হলে উক্ত বটিকা প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য এক বাকস্ ১্ এক টাকা মাত্র। উক্ত মেডিকেল হলে তিনি প্রত্যহ প্রাতে ৭ টা হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত ও বৈকালে ৫ টা হইতে ৬ টা পর্য্যন্ত চক্ষু ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

বিজ্ঞাপন।

কয়লার খনি বিক্রয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন বরাকর হইতে ৩ মাইলের মধ্যে চাপাতোরিয়ার কয়লার খনি বিক্রয় হইবেক। তাহার বিশেষ বিবরণ কটন ষ্ট্রীটের ১৪৭ নং ভবনে পাওয়া যাইবেক।

বাহাদুর সিংহ প্রতাপ সিংহ
রায় লছমীপত সিংহ বাহাদুর।

পার্ব্বতী চরণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত লাবণ্যবতী নাম কৌতুকাবহ উপন্যাস কলিকাতা ঝামাপুকুর বেচু চাটুর্য্যের লেন সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ১ এক টাকা মূল্যে প্রাপ্য। ৪

আমরা একটী মুদ্রা যন্ত্র সমুদায় লওয়াজিমা সহ সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিব। ক্রয়ার্থীগণ আমাকে চিঠী লিখিলে বিস্তারিত জানিতে পারিবেন।

১২৮২ সাল, ১২ চৈত্র। শ্রীভুবনেশ্বর সেন, বাসণ্ডা, পোঃ মহারাজগঞ্জ জেলা বরিশাল।

নোটিশ!

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সহর কলিকাতার জানবাজারের পর লোক গত জমিদার মথুর মোহন বিশ্বাসের সম্পত্তি সম্বন্ধীয় "লেটারস অব আডমিনিষ্ট্রেশন" তাঁহার উত্তরাধিকারী পুত্রদ্বয় বাবু দ্বারকানাথ বিশ্বাস এবং ত্রৈলোক্য নাথ বিশ্বাস এবং তাঁহার প্রাপ্ত বয়স্ক পৌত্রগণ শশী ভূষণ বিশ্বাস, গিরিন্দ্র ভূষণ বিশ্বাস এবং মণী ভূষণ বিশ্বাসকে অদ্য প্রদত্ত হইল। উক্ত সম্পত্তি যথা বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক শেয়ারের এবং বেঙ্গল কোল কোম্পানি লিমিটেডের কতক গুলি শেয়ার।

ওলড পোষ্টাফিস ষ্ট্রীট ৯ নং, ২০ এ মার্চ্চ ১৮৭৬ সাল। সুইনহোলা এণ্ডকোং সলিসিয়াটগণ। swinhoe, Law & Co, solicitors.

BENGAL HOMŒOPATHIC PHARMACY.

1, Upper Circular Road, Calcutta,
(Opp. E. B. & S. E. Railway Stations.)
L. V. MITRA & CO.,
HOMŒOPATHIC CHEMISTS AND PRACTITIONERS

Have in stock all the assortments of pure Homœopathic Medicines &c., and undertake to treat cases declared incurable by other schools of Physicians, both in the Town and Muffasal.

সন্তাপিনী নাটক।

কোন ভদ্র মহিলা কৃত।

মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা ৩৫ নম্বর বাগ বাজার ষ্ট্রীট, জ্ঞান দীপিকা পুস্তকালয়ে, ১১৮ নম্বর অপর চিতপুর রোড ত্রৈলক্ষ নাথ দের দোকানে এবং শ্যাম বাজার গুপী মোহন দত্তের লেন ১ নং ভবনে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীনন্দ লাল গঙ্গোপাধ্যায়

পৃথ্বীরাজ।

অথবা ভারতের সুখশশী যবন কবলে।

নাটক।

ক্যানিং লাইব্রেরি আর্য্যদর্শন যন্ত্রালয়ে এবং সংস্কৃত ডিপজিটরিতে প্রাপ্তব্য মূল্য এক টাকা।

প্রকৃত বন্ধু নাটক।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার রায় প্রণীত।

মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ১০ তিন আনা।

কলিকাতা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রিট কেনিং লাইব্রেরীতে, ৪নং ষ্ট্রেণ্ড রোডে, ও শ্যাম বাজার কর প্রেসে প্রাপ্তব্য।

আরব্য উপন্যাস।

প্রতিমূর্ত্তি সহিত আরব্যোপন্যাস অর্থাৎ পারস্যাধিপতির একাধিক সহস্র রজনীর উপন্যাস শ্রবণ নামক পুস্তক খানি অতি বৃহদাকারে এক খণ্ডে সম্পূর্ণ হইল। যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি নিম্ন লিখিত স্থানে মূল্য সহ পত্র প্রেরণ করিলেই পাইতে পারিবেন। মূল্য ২॥০। ভাল বান্ধাই ৩ টাকা এবং ডাক মাশুল ॥০ আনা।

জনারল লাইব্রেরি, ১৫ নং চিতপুর রোড কলিকাতা। শ্রীবেণী মাধব ভট্টাচার্য্য

উদ্ভ্রান্ত প্রেম।

শ্রীচন্দ্র শেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রারিতে প্রাপ্তব্য।

নূতন পুস্তক।

চারুশীলা নাটক।

ক্যানিং লাইব্রেরি, সংস্কৃত ডিপজিটরি মেচুয়াবাজার ৮৪নং এবং প্রধান২ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল ১০

নূতন নাটক! উৎকৃষ্ট নাটক!!

বীরবালা।

কলিকাতা, বহুবাজার ষ্ট্যানহোপ প্রেসে, পটলডাঙ্গা ক্যাংনিং লাইব্রেরী ও নূতন ভারত যন্ত্রের এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১, এক টাকা

প্রকাশক শ্রীবেহারি লাল দত্ত

পাইকপাড়া নর্শরি।

এই স্থানে উত্তম উত্তম ফল ফুল ও লতার গাছ চারা ও কলম প্রস্তুত আছে। যে রকমের যাহার প্রয়োজন হইবে মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন। আর দেশী ও বিলাতি গোলাপ প্রায় ১২৫ প্রকারের কলম প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাদের ও অন্য অন্য ফুল গাছের এই ঠিক রোপণের সময়। নাগাইত চৈত্র রোপণ করিলে ইহাদের মরিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাহার পরে জল দিয়া গাছ বাঁচাইতে হয়। এখানে গাছের দর অতিশয় সুলভ এরূপ আর কোন স্থানে পাওয়া যায় না। যাহাদের বাগানের উপর যত্ন ও শ্রদ্ধা আছে অনুগ্রহ করিয়া আমার পত্র পাঠাইলে গাছ সকলের নাম ও নম্বর দিয়া উত্তম রূপে বাক্সে প্যাক করিয়া যিনি যে রূপ বলিবেন রেলে, ইষ্টিমারে বা নৌকায় পাঠাইয়া দিব। নিতান্ত ভরসা করি দেশের রাজা জমিদার ও বড় লোকগণ যত্ন সহকারে এই জাতীয় নর্শরি হইতে স্ব স্ব বাগানের আবশ্যকীয় গাছ সকল অবশ্যই লইবেন। গাছের নাম ও দরের তালিকা ইংরাজিতে ছাপান আছে আবশ্যক হইলে বিনা মূল্যে পাঠাইয়া দিব।

এখানে সর্ব্ব প্রকার দেশী ও বিলাতি বাগান সাজাইবার যোগ্য চিরস্থায়ী ফুলের বিচ যখন যাহা রোপণ করিতে হয় পাওয়া যায়। ইহাদের নিমিত্ত গ্রাহক হইতে গেলে বার্ষিক ১৪ টাকা অগ্রিম দিতে হয়।

এখানে ৪০ রকমের আঁবের কলম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেক গুলিই উৎকৃষ্ট ও অতি বৃহৎ।

শ্রীনৃত্য গোপাল চট্টোপাধ্যায়
পাইকপাড়া, নর্শরি, কলিকাতা।

আমি ইংলণ্ড হইতে সমস্ত হোমিওপ্যাথী ঔষধ আনাইয়াছি। ডাইলউসন ইত্যাদি আমার স্বহস্তে প্রস্তুত হইবে। নিম্ন লিখিত পুস্তক ও অন্যান্য ঔষধ এখানে পাওয়া যায়।

আমার প্রণীত

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান		মায় ডাকমাশুল
	১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা	১৷৵০
ঐ ঐ ঐ	২য় সংখ্যা	১৷৵০
হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্যতত্ত্ব	১ম সংখ্যা	১৵০
অর্শরোগের মহৌষধ		১৷৷০

রোগীরা আপন আপন লক্ষণ পাঠাইবেন

টাকরোগের মহৌষধ	১৷৷
হোমিওপ্যাথিক মেডিসন চেষ্ট	২৫
ঐ ওলাউঠার ২০ শিশি বাক্স	১০
ঐ ১০ শিশি বাক্স	

এই বাক্স এক খানি পুস্তক থাকিবে যাহা দ্বারা এই কঠিন ব্যাধি ও ইহার নানা প্রকার পরিবর্ত্তীত পীড়ার চিকিৎসা অতি সহজে করা যাইবে। ইহা নিতান্ত সরল ভাষায় লিখিত।

শ্রীবিহারিলাল ভাদুড়ি
৩৪ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট।

মফঃস্বলের মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণানন্দ বড়ুয়া গোয়ালপাড়া	৮
" " নীলমাধব চট্টোপাধ্যায় ফয়জাবাদ	৫
" " শ্যামাচরণ রায় উলীপুর রংপুর	১০
" " গোবিন্দ চন্দ্র দাস রাজমহল	৪৷৷০
" " হরি চৈতন্য ঘোষ সাতক্ষীরা	১২
" " শিতল চন্দ্র ধর বগাচর যশোর	৫৸০
রাজসাহী আসোসিয়েসন রাজসাহী	১০
শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ চক্রবর্ত্তি বাগহাট	১০
" " মাধব চন্দ্র রায় বাগহাট	
" " মহেন্দ্র চন্দ্র রায় শান্তিপুর	১০
" " জগচ্চন্দ্র দাস তেজপুর	৫
" " চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী মঙ্গলপুর, যশোর	৫
" " তারিণী শঙ্কর মজুমদার দারজিলিং	১০
" " বৈকণ্ঠ নাথ রায় লক্ষ্ণৌ	৫৷৷০
" " গঙ্গাকিশোর ঘোষ চোদ্দগ্রাম ত্রিপুরা	১০
" " ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিবলা ষ্টেসন	৫৷৷০
আবদুল ওয়াবোদ পাংসা	২
রাজা রাজকৃষ্ট সিং বাহাদুর সুসঙ্গ দুর্গাপুর	১০
মহারাজ অফ কিয়ন জোর কিয়নজোর	৫০
রাজা প্রমথ নাথ রায় বাহাদুর দিঘাপাতি	১৮
ইউ সারকি ডোলাই সিলিং	৫
শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ বগুড়া	১০

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮২ সাল ১৮ই চৈত্র। বৃহস্পতিবার।

লর্ড নর্থব্রুক।

আর কয়েক দিন পরে লর্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবেন। লর্ড নর্থব্রুক ভাল লোক কি মন্দ লোক ছিলেন তাহা বিধাতা জানেন, কিন্তু কে ন গবর্ণর জেনারেল ভারতবর্ষে আগমন করিলে ভারতবর্ষবাসীরা এত উল্লাসিত হন নাই এবং কোন গবর্ণর জেনারেল ভারতবর্ষবাসীগণকে এরূপ মনঃক্ষুণ্ণ ক.রন নাই। লর্ড নর্থব্রুক ক্যাম্বেল সাহেবের কঠোর শাসন হইতে বাঙ্গলাকে পরিত্রাণ করিয়া,তাঁহার প্রস্তাবিত মিউনিসিপ্যাল আইন বিধিবদ্ধ না করিয়া, এ দেশীয়দের যে অনেক মঙ্গল করেন তাহার কোন ভুল নাই এবং এই নিমিত্ত বঙ্গব সীরা যে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে তাহারও কোন ভুল নাই, কিন্তু এই কার্য্যটী ভিন্ন আমরা তাঁহার আর যে কার্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহাতেই তিনি আমাদিগকে নৈরাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম কার্য্য ইনকম ট্যাক্স রহিত করা। ইনকম ট্যাক্স রহিত হওয়ায় দেশের মঙ্গল কি অমঙ্গল হয় সে বিষয়ে অনেকে অনেক রূপ সন্দেহ করেন। আমাদের বিশ্বাস যে, ইহা রহিত করিয়া তিনি দেশের অনিষ্ট করেন। আমাদের বিশ্বাস, যত দিন ইংরাজ ও এদেশীয়েরা ঐক্যতা সূত্রে আবদ্ধ না হইবেন তত দিন দেশের মঙ্গল হইবেনা। ইনকম ট্যাক্স এই ঐক্যতা স্থাপন করে। যখন ইনকম ট্যাক্স ছিল তখন ইংরাজ, হিন্দু, মুসলমান সকলেই একত্রিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন, তখন ইংলিশম্যান, ডেলিনিউস, পাওনিয়ার এবং এদেশীয় সম্বাদ পত্রের স্বরের বিভিন্নতা ছিল না। গবর্ণমেণ্টের কোন ত্রুটি হইলে আমরা সকলে গবর্ণমেণ্টকে দমন করিবার নিমিত্ত যত করিতাম। গবর্ণমেণ্ট এই প্রবল শাসন উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। আমরা ক্রমে দেশের শাসন প্রণালীর উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার উদ্যোগ করিয়া ছিলাম। রাজ্যের আয় ব্যয়ের সমুদয় হিসাব পত্র গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিতে বাধ্য হন এবং এই শাসনে গবর্ণমেণ্ট প্রথম প্রকাশ করেন যে, তাঁহারা ১৬ কোটী টাকা নগত তহবিলে রাখিয়াছেন। এই উদ্যোগে গবর্ণমেণ্টের পব লিক ওয়ার্কের উপর দৃষ্টিপাত পড়ে এবং রাজ কার্য্যের অন্যান্য নানা বাহুল্য ব্যয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তন করেন। ইহা দ্বারা কেবল এই মঙ্গল হয় না। ভারতবর্ষের চীৎকার ধ্বনি ইংলণ্ডে উপস্থিত হয়। পার্লিয়েমেণ্ট ভারতবর্ষের প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক মনোযোগ প্রদান করেন এবং ভারতবর্ষের আয় ব্যয় ও অন্যান্য বিষয় অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত একটী কমিশন নিযুক্ত হয়। যে কয়েক বৎসর ইনকম ট্যাক্স থাকে সে কয়েক বৎসর ভারতবর্ষের উন্নতি রেলওয়ে বেগে হইয়াছিল এবং এত দিন যদি এই উন্নতির বেগ সমান ভাবে প্রবাহিত হইত তাহা হইলে দেশের কি মঙ্গল হইত তাহা আমরা বলিতে পারি না। লড নর্থব্রুক এদেশে উপস্থিত হইয়া প্রথম এই উন্নতির পথ অবরোধ করেন। তিনি জানিতেন যে, যে সম্প্রদায়ী লোকের ইনকম ট্যাক্স দিতে হয় তাহারা ধনী, তাহাদের এরূপ ট্যাক্স প্রদান করিতে কোন রূপ কষ্ট অনুভব করিতে হইবে না। তিনি ইহাও জানিতেন যে, যাহারা ইনকম ট্যাক্স প্রদান করেন তাহাদের অনেকের এ ট্যাক্স উঠিয়া গেলে গবর্ণমেণ্টকে আর কোন রূপ কর দিতে হইবে না, অথচ তাহারা ইংরাজ শাসনের সমুদয় শুভ ফল উপভোগ করেন, তিনি ইহাও জানিতেন যে কতক গুলি স্বার্থপর লোক একত্রিত হইয়া এই ট্যাক্স লইয়া এত গোল করিতেছেন,এ সমুদয় জানিয়া শুনিয়া তিনি এই ট্যাক্সটী উঠাইয়া দেন। কেবল এই অনিষ্ট করেন না। এই ট্যাক্সটী যে উঠিয়া গেল আর রোডসেস বাঙ্গলায় সংস্থাপিত হইল। রোড সেস লর্ড নর্থব্রুক সংস্থাপন করেন না। এ ট্যাক্স ষ্টেট সেক্রেটরি নির্দ্ধারণ করেন কিন্তু তিনি যত করিলে অনায়াসে বঙ্গদেশকে এই ভয়ানক ট্যাক্স হইতে উদ্ধার করিতে পারিতেন। তিনি ইনকম ট্যাক্স উঠাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত যেরূপ যত করেন, যদি রোড সেস উঠাইবার নিমিত্ত তদরূপ যত্ন করিতেন তাহা হইলে দরিদ্র বঙ্গ ভূমি এই ভয়ানক ট্যাক্স দ্বারা প্রপীড়িত হইত না,কিন্তু লর্ড নর্থব্রুক অতিশয় চতুর, তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিয়া দেখিলেন যে কোন্ শ্রেণীর লোককে বাধ্য করিলে তিনি অবলীলা ক্রমে রাজ্য করিতে পারিবেন। তিনি দেখিলেন যাহারা ইনকম ট্যাক্স প্রদান করেন তাহারা এদেশের প্রবল সম্প্রদায়, রোডসেস অধিকাংশ দরিদ্রদিগের প্রদান করিতে হইবে। তিনি ইনকম ট্যাক্স উঠাইয়া যশ ক্রয় করিলেন অথচ রোড সেস দ্বারা দেশের ঘোর অনিষ্টাৎপাদন হইল। তাঁহার ভারতবর্ষে আগমনের কিছু দিন পূর্ব্বে ষ্টীফেন সাহেবের দ্বারা নূতন ফৌজদারি আইন এ দেশে প্রচলিত হয়। এই আইনটী দ্বারা ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। রাজ্যের সকল ক্ষতি কালে পূর্ণ হয়, কিন্তু যে রাজ্যের অধিবাসীগণের মান মর্য্যাদা, অভিমান, স্বাধীন ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে তাহাদের ভবিষ্যতের আর কোন রূপ মঙ্গলের আশা নাই। যে জাতির এই কয়েকটী গুণ আছে তাহারা এক দিন সমাজে পদস্থ হইবে। যে জাতির এই গুণ গুলি কোন প্রবল শাসনে অন্তর্হিত হয় সে জাতির অধোগতি কেহ নিবারণ করিতে পারে না। সে জাতি অচিরাৎ অপলোপ প্রাপ্ত হয়। ষ্টীফেন সাহেবের উদ্যোগে এ দেশবাসীর এই রূপ দুর্গতি উপস্থিত হয়। কঠোর ফৌজদারি আইনের শঙ্কায় এ দেশবাসীরা কম্পিত কলেবর হন। ইতি মধ্যে লর্ড নর্থব্রুক এদেশে উপস্থিত হইলেন। লোকের উল্লাসের আর সীমা রহিল না। তাহারা তাঁহার নিকট এই আইনটী উঠাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত আবেদন করিলেন। তিনি মনোযোগ করিলে অনায়াসে আমাদিগকে এই কঠোর শাসন হইতে উদ্ধার করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি সুমধুর বাক্যের দ্বারা আমাদের তাপিত হৃদয় শীতল করিয়া দিলেন, আমরা তাঁহার সুশীতল বাক্যের দ্বারা বিপদ বিস্মৃত হইলাম। বিপদে আমাদিগকে ক্রমে জড়ীভূত করিল। যে আইন দ্বারা ষ্টীফেন সাহেব ভারতবর্ষকে কঠোর শাসনে আবদ্ধ করিয়া যান, লর্ড নর্থব্রুক সেই আইন এখন কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে প্রচলিত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় ও রঙ্গপুরের জজ লিবিং সাহেবের মকর্দ্দমা লর্ড নর্থব্রুকের-শাসন কালে হইয়া ছিল। ইহাতেও দেশীয়েরা ঠিক করিতে পারেন না যে তিনি আমাদের প্রকৃত হিতাকাংখী কি না। বরদা রাজ্য লইয়া তিনি যে অবিচার করেন তাহা আমরা বলিব না। লর্ড নর্থব্রুকের আগমন অবধি এদেশে এই কয়েকটী প্রধান কার্য্য হইয়াছে। (১) ইনকম ট্যাক্স উঠিয়া গিয়াছে। (২) রোড সেস প্রচলিত হইয়াছে। (৩) নূতন ফৌজদারি আইন প্রচলিত হইয়াছে। (৪) জমিদার প্রাজায় বিসম বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। (৫) জেলের কঠোরতা সহস্র গুণে বৃদ্ধি হইয়াছে। (৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। (৭) দেশীয় গ্রন্থ কর্ত্তাদিগের অন্ন মরিয়াছে। (৮) লেথব্রিজ প্রভৃতি কয়েক জন ইংরাজদিগের বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে প্রায় এক চেটিয়া ব্যবসা হইয়াছে। (৯) ক্যাম্বেল সাহেবের মিউনিশিপ্যাল আইন রদ হইয়াছে। (১০) টারিফ আকট বিধিবদ্ধ হইয়াছে। (১১) এ দেশীয় এক জন আট্যাচি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। (১২) দেশীয় সম্বাদ পত্রের ইংরাজি অনুবাদ প্রকারান্তরে উঠিয়া গিয়াছে। (১৩) ইয়ারকন্দে এক জন দূত গমন করিয়াছেন। (১৪) ফ্রাসিথ সাহেব ব্রহ্ম দেশে গমন করিয়াছেন। (১৫) মরগরি সাহেব হতমানে হত হইয়াছেন। (১৬) কাবুলের আমির তাহার পুত্রকে আবদ্ধ করিয়াছেন (১৭) নাগা পর্ব্বতের যুদ্ধ হইয়াছে। (১৮) বরদার গাইকোয়াড় পদচ্যুত হইয়াছেন এবং যুবরাজ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। (১৯) নাটক সংক্রান্ত একটী আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে। (২০) বেম্বাই রেবিনিউ বিল বিধিবদ্ধ হইয়াছে। (২১) প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বিল বিধিবদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই সমুদয় কার্য্যের দ্বারা দেশের কি পরিমাণ অমঙ্গল হইয়াছে তাহা সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন এবং যাহার রাজ্য শাসন কালে এই সমুদয় হইয়াছে তিনি দেশের হিতাকাংখী ছিলেন কি না তাহাও অনেকে বুঝিতে পারিবেন।

কলিকাতার জন সংখ্যা।

আগামী ৬ই এপ্রিলে কলিকাতার জন সংখ্যা পুনর্ব্বার গ্রহণ করা হইবে। কলিকাতার জন সংখ্যা ১২৭৯ সালে এক বার লওয়া হয়, কিন্তু এই জন সংখ্যা বিশুদ্ধ না হওয়াতে সেই বৎসর ভ্রম সংশোধন করা হয়। কর্ত্তৃপক্ষদের এই ভ্রম সংশোধন করিয়াও সন্দেহ থাকাতে এ বৎসর পুনর্ব্বার এই বিষয়ে তাঁহারা প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। আমরা ভরসা করি এবার কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের যত্ন সফল হইবে।

দেশের জন সংখ্যা একটী গুরুতর বিষয়। দেশের মঙ্গল অমঙ্গল অনেকটা এই জন সংখ্যার শুদ্ধতা কি অবিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করে। বিবার্লি সাহেব সে বৎসর বাঙ্গালার ও কলিকাতার জন সংখ্যা সংগ্রহ করেন। তাহার গণনার উপর সে সময় অনেকে অনেক রূপ সন্দেহ করেন। তিনি জন সংখ্যার কাগজ পত্র নিকাশ করিয়া বিলাতে গমন করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হন এবং এই নিমিত্ত তাহার গণনায় আমরা শুনিয়াছি অনেক ভ্রম থাকে। তাহার সঙ্গে যাহায়া কর্ম্ম করেন তাহাদের মুখেও আমরা শুনিয়াছি যে, তিনি নিয়ম করেন যে এত শত মনুষ্যের সংখ্যা প্রত্যহ যে আমলা ঠিক না দিতে পারিবে তাহার দিবসের কার্য্য গ্রাহ্য হইবে না। অনেকে এই শাসনের নিমিত্ত হিসাব ভ্রমপূর্ণ করিয়া রাখে। আবার গবর্ণমেণ্টে জন সংখ্যার রিপোর্ট অর্পণ করার পর এই বিষয় সংক্রান্ত অনেক কাগজ পত্র তাঁহার আফিসে উপস্থিত হয়। এতদ্ভিন্ন আর আর অনেক গোলমালের কথাও সে সময় প্রকাশ হইয়া পড়ে। কলিকাতার জন সংখ্যা গ্রহণের ভারও তাহার উপর থাকে। তিনি কলিকাতার জন সংখ্যা দুই বার ভ্রমশূন্য করিতে পারেন নাই, অথচ কলিকাতার জন সংখ্যা গ্রহণ করা অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অনেক সহজ, সুতরাং তাহার বঙ্গদেশের জন সংখ্য যে ভ্রম পূর্ণ সে বিষয়ে সহজে সন্দেহ উপস্থিত হয়। আমাদের বিবেচনায় যেরূপ কলিকাতার জন সংখ্যা আবার গৃহীত হইতেছে, সমস্ত বাঙ্গলার জন সংখ্যা পুনর্ব্বার গ্রহণ করা হউক। ইহাতে সেবার বিস্তর ব্যয় হইয়া ছিল। পুনর্ব্বার ইহাতে প্রবর্ত্ত হইলে আবার এই ব্যয় হইবে, কিন্তু এই ভ্রমপূর্ণ জন সংখ্যা দ্বারা দেশে যত অমঙ্গল ও অপব্যয় হইবার সম্ভাবনা, ইহা সংশোধনের নিমিত্ত যত ব্যয়ই পড়ুক না কেন, পরিণামে ইহাতে উপকার হইবে। গত দুর্ভিক্ষে প্রায় ছয় কোটী টাকা ব্যয় হইয়ছে। ইহাতে যে বিস্তর অপব্যয় ও বাহুল্য ব্যয় হইয়াছে তাহা এখন দুর্ভিক্ষের পক্ষ ও বিপক্ষ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। দুর্ভিক্ষে যে সমুদয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন তাহাদের তাচ্ছিল্য ও অন্যান্য কারণে যে এত ব্যয় পড়িয়াছে তাহার কোন ভুল নাই, কিন্তু বিবার্লি সাহেবের জন সংখ্যা যে এই অপব্যয়ের একটি মূল কারণ তাহারও কোন সন্দেহ নাই। লেফটেনেণ্ট গবর্ণর এবং তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা বাঙ্গলার জন সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া দুর্ভিক্ষে কি ব্যয় হইবে সাব্যস্ত করেন। এ দেশের বাসন্দার প্রকৃত সংখ্যা অপেক্ষা বিবার্লি সাহেবের গণনায় হয়ত অধিক প্রদ-

র্শন করা হইয়াছে, কাজেই ইহার উপর নির্ভর করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্টের নিরর্থক অনেক ব্যয় পড়িয়া যায়। অশুদ্ধ জন সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্ট একটী কার্য্য করিয়া দেশকে প্রায় নির্ধন এবং আপনাদিগকে ঋণগ্রস্থ করিয়াছেন। যত বার গবর্ণমেণ্টের এই জন সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে হইবে তত বার এই রূপ অপব্যয় হইতে পারে এবং বাঙ্গলার জন সংখ্যা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলে গবর্ণমেণ্ট যদি এই অপব্যয় হইতে রক্ষা পাইতে পারেন তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে তাহা করা কর্ত্তব্য।

হগ সাহেব বিবার্লি সাহেবকে এই কর্ম্মে যোগ্য বিবেচনা করিয়া তাহার হস্তে পুনর্ব্বার কলিকাতার জন সংখ্যা গ্রহণের ভার অর্পণ করিয়াছেন। বিবার্লি সাহেব গত বার যেরূপ ভ্রম করেন বোধ হয় এবার আর সেরূপ ভ্রম না করিতে পারেন। গত বারের কার্য্যের দ্বারা তাঁহার কতক প্রাজ্ঞতা জন্মিয়াছে এবং বোধ হয় এবার তাহার ইংলণ্ডে গমন করিবার তত তাড়া নাই। তথাচ আমাদের সন্দেহ হয় যে, জন সংখ্যা গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য ইউরোপীয় রাজ পুরুষদিগের দ্বারা বিশুদ্ধ ভাবে কখন হইতে পারে না। এ সমুদয় কার্য্য এদেশীয়দিগের হস্তে অর্পণ করা কর্ত্তব্য। এ ভারটী বাবু কালী চরণ ঘোষের হস্তে দিলে বোধ হয় তিনি সুন্দররূপে ইহা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। সেবার বিবার্লি সাহেবের সঙ্গে বাবু সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কার্য্য করেন। তাঁহার হস্তেও এই ভারটী অর্পণ করিলে সুচারুপূর্ব্বক কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারিত। সাহেবেরা মনে মনে আপনাদিগকে যত চতুরই মনে করুন কিন্তু এদেশীয়েরা মনে করিলে অনেক কার্য্যে পদে পদে তাহাদিগকে ঠকাইতে পারে। এদেশীয়দিগের ইংরাজ অপেক্ষা দেশীয় কর্ম্মচারীদেয় উপর অধিক আস্থা এবং এই নিমিত্ত জন সংখ্যা গ্রহণে এ পর্য্যন্ত এত গোল হইতেছে। আমাদের এখন এ কথা বৃথা। বিবার্লি সাহেব এই কার্য্যের ভার পাইয়াছেন এবং তিনি কার্য্যেও প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। তবে এখন কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের পূর্ব্ব হইতে এরূপ কোন বন্দবস্ত করা উচিত যাহাতে বিবার্লি সাহেব আবার ভ্রম না করেন। হগ সাহেব জানেন কলিকাতায় কতটী গলি আছে এবং তিনি না জানেন, তাঁহার অনুচরেরা জানেন যে কোন্ গলিতে এরূপ ব্যক্তি কত আছেন যাহাদেয় হস্তে গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বিঘ্নে সেই গলির জন সংখ্যা গ্রহণের ভার অর্পণ করিতে পারেন। যদি হগ সাহেব এই সমুদয় ভদ্র লোককে বিনয়পূর্ব্বক বলিয়া পাঠান যে, যে দিন বিবার্লি সাহেব নগরের জন সংখ্যা গ্রহণ করিবেন ইহারা আপন আপন গলির এক একটী জন সংখ্যা গ্রহণ করিবেন। তাহা হইলে কলিকাতার যে কোন ভদ্র লোককে হগ সাহেব এই রূপ ভার অর্পণ করিবেন তিনিই বোধ হয় আহ্লাদ সহকারে তাহা গ্রহণ করিবেন। যাহাতে সাধারণের মঙ্গল আছে এরূপ কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট চিরকাল ভদ্র লোকদিগকে বেগার ধরিয়া থাকেন। জুরি ও আসেসরেরা এই রূপ বেগার দিয়া থাকেন। এক ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টার নিমিত্ত এরূপ কার্য্যে বেগার দিতে বোধ হয় কেহ অস্বীকার হইবেন না। যদি কলিকাতার অধিবাসীদিগের সাহায্যে বিবার্লি সাহেব জন সংখ্যা গ্রহণ করেন তাহা হইলে বোধ হয় ইহা বিশুদ্ধ হইতে পারে।

৩রা ফাল্গুন তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় বাবু মাণিক চন্দ্র দের এক খানি পত্র আমরা প্রকাশ করি। ইহাতে তিনি প্রকাশ করেন যে, এক জন চা-কর ৭ জন কৃষককে গুলি করিয়া আহত করে। এই পত্র প্রকাশের পর এই বিষয়টী লইয়া সম্বাদ পত্রে নানা গোল যোগ হইতেছে। আমরা এই ঘটনা সংক্রান্ত কাগজ পত্র অদ্যাপি পাই নাই। প্রাপ্ত হইলে পাঠকবর্গকে উহার সবিশেষ বিবরণ অবগত করাইব। ষ্টিবেন্স সাহেব যদিও হাইকোর্টের বিচারে নর হত্যা অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পান, তথাচ লোকের এই বিচারে তৃপ্তি হয় নাই। যখন গবর্ণমেণ্ট ইহার নিমিত্ত কমিশন নিযুক্ত করেন তখন আমরা সেখান হইতে যে পত্র প্রাপ্ত হই, তাহা ইংরাজি স্তম্ভে প্রকাশ করি। যাহারা এই পত্র পাঠ করেন তাহাদের হয়ত স্মরণ আছে, আসামবাসীরা দৃঢ়রূপ বিশ্বাস করেন যে, কমিশনারেরা যদি নিরপেক্ষ হইয়া অনুসন্ধান করেন তাহা হইলে এই মকর্দ্দমা সংক্রান্ত অনেক নূতন বিষয় অবগত হইবেন। গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত কমিশনারগণ অনুসন্ধান করিয়া কি অবগত হইলেন তাহার রিপোর্ট প্রকাশ হইল না। এ দেশীয়দের বিশ্বাস যে, নীলকরদিগের ন্যায় চা-করেরাও ভয়ানক অত্যাচার করেন। এই রূপ বিশ্বাসের কারণ আছে কি না গবর্ণমেণ্টের তাহা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। সময়ে নীলকরদিগের অত্যাচারের প্রতি গবর্ণমেণ্ট দৃষ্টিপাত না করিয়া পরিণামে জানিতে পারিলেন যে, তাহারা নীলকরদিগের প্রতি বন্ধুতার কার্য্য করেন নাই, প্রত্যুত যদি পূর্ব্ব হইতে তাহাদের অত্যাচার নিবারণ করিতেন তাহা হইলে নীলকরেরা ভয়ানক অত্যাচারী হইয়া প্রজাদিগকে প্রপীড়িত করিতে পারিতেন না এবং তাহা হইলে বঙ্গ দেশের শান্ত প্রকৃতির প্রজারা কুঠিয়ালদিগের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইত না। গবর্ণমেণ্টের অদূরদর্শিতার নিমিত্ত শুদ্ধ নীল কুঠিয়ালগণ শেষে সর্ব্বস্বান্ত হইলেন না, বঙ্গ দেশ হইতে একটি প্রধান বাণিজ্য প্রায় উঠিয়া গেল। চা-করের যদি প্রকৃত অত্যাচারী হন তাহা হইলে আর কাহার না হউক, চা-করদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। এখন এ বিষয়ে অমনোযোগ দেখাইলে পরিণামে কে জানে আসাম চা-করদিগের বঙ্গের নীল কুঠিয়ালদিগের ন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে। ইহাতে শুদ্ধ চা-করেরা ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন না। বঙ্গ দেশেরও বিশেষ ক্ষতি হইবে। গবর্ণমেণ্টের শুদ্ধ চা-কর কি নীলকরদিগের অত্যাচারের প্রতি দৃষ্টি করা উচিত নহে। দুরন্ত ইংরাজদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, এ দেশীয়দিগের প্রতি অত্যাচার করা অপরাধ এবং তাহাতে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হয়। মোরাদাবাদ হইতে দিল্লি গেজেটে এক জন লিখিয়াছেন যে, অম্বুপপুর নামক একটি স্থানে পাঁচ জন গোরা ময়ূর স্বীকার করিতে যায়। গ্রামবাসীরা তাহাদিগকে বারণ করে। উভয় পক্ষে ইহা লইয়া গোলমাল হয় এবং গোরারা গুলি করিয়া গ্রামবাসীদের ৩ জনকে হত এবং ১৭। ১৮ জনকে আহত করে। আজ কিছু দিন হইল দমদমার নিকট গোরারা এই রূপ আর একটী অত্যাচার করে। অল্প দিন হইল উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেও এই রূপ আর একটী ঘটনা উপস্থিত হয়। এ দেশীয়দিগের প্রতি গোরারা প্রতি দিন এই রূপ অত্যাচার না করুক, অনেক সময় যে এই রূপ অত্যাচারের কথা শুনা যায় তাহার ভুল নাই। এ রূপ অত্যাচারে প্রজারা যে পরিমাণে প্রপীড়িত হউক, তাহার অধিক পরিমাণে গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হন। এক বার বোম্বাইয়ের এক জন ইংরাজ সম্পাদক লিখিয়াছিলেন যে, এই সমুদয় দুর্দ্দান্ত ইংরাজের এ দেশীয়দিগের প্রতি এই রূপ এক একটী উৎপীড়ন করে, আর ইংরাজ রাজ্যের ভিত্তি হইতে এক এক খানি ইষ্টক উৎপাটিত হয়। ফল এ রূপ অত্যাচার দ্বারা যে, ব্রিটীশ রাজ্যের বিস্তর অনিষ্ট হয় তাহার কোন ভুল নাই।

সম্প্রতি হাইকোর্ট তিনটী মকর্দ্দমার নিষ্পত্তি দ্বারা জন সাধারণের বিশেষ মনোরঞ্জন করিয়াছেন প্রথম থিয়েটরের মকর্দ্দমা। যদি হাইকোর্ট মাজিষ্ট্রেটদিগের ন্যায় পুলিসের অনুগত হইতেন, অথবা মাজিষ্ট্রেটদিগের উপর হাইকোর্টের আধিপত্য না থাকিত তাহা হইলে দুই জন সম্ভ্রান্ত লোক নিরপরাধে এক মাস কারাগারে অবস্থিতি করিতেন। দ্বিতীয় মকর্দ্দমাটি পাটনার। পাটনার মাজিষ্ট্রেট এক ব্যক্তিকে নর হত্যা অপরাধে সেসনে সোপর্দ্দ করেন। সাধারণের বিশ্বাস এই ব্যক্তি নিরপরাধী এবং হয়ত মাজিষ্ট্রেটেরও এই রূপ বিশ্বাস থাকিবে। এই নিমিত্ত তাহার ভয় হয় পাছে সেসনে জুরিরা ইহাকে নির্দ্দোষী বলেন। তিনি এই ভয়ে হাইকোর্টে প্রার্থনা করেন যে, এই মকর্দ্দমাটী আবার সেসন জজের নিকট প্রেরিত হয়। আবার জুরী প্রণালী প্রচলিত নাই। জষ্টীস লুই জ্যাকসন মাজিষ্ট্রেটের প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন। এই মকর্দ্দমা ক্রমে ফুলবেঞ্চে উপস্থিত হয় এবং সেখানে যে সমুদয় জজের ছিলেন তাহাদের মতে লুই জ্যাকসনের আজ্ঞা অন্যায় হইয়াছে। তাহারা পাটনার সেসনে আসামির বিচার হইবে এই রূপ সাব্যস্ত করিয়াছেন। পাটনার জুরিরা আসামীর প্রতি যে আজ্ঞা প্রদান করুন, কিন্তু হাইকোর্ট না থাকিলে মাজিষ্ট্রেটের এই অন্যায় প্রার্থনা অনুসারে এক জন হয়ত নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে ফাঁসি কাষ্টে প্রাণত্যাগ করিত। তৃতীয় মকর্দ্দমাটী এলোকেশী নামক একটি বেশ্যা সংক্রান্ত। এই বেশ্যা পোলিস কমিসনারের নিকট আবেদন করে যে, সে আর পূর্ব্বের ন্যায় বেশ্যাবৃত্তি করিবে না সংকল্প করিয়াছে। সে এখন এক ব্যক্তির রক্ষিতা, এবং তাহার স্ত্রীর ন্যায় সে এখন অবস্থিতি করিতেছে অতএব বেশ্যার রেজিষ্টার হইতে তাহার নাম খারিজ হউক। পোলিস কমিসনার তাহার কথায় বিশ্বাস করেন না। তিনি তাহার নিকট তাহার রক্ষকের নাম জিজ্ঞাসা করেন। সে নাম বলিতে অস্বীকার করে। পোলিস কমিসনার বলেন যে, নাম না বলিলে তাহার নাম রেজেষ্টার হইতে খারিজ হইবে না। বেশ্যা হাইকোর্টে মোশন করিল। জাষ্টিস ফেয়ারের নিকট এই মোশন হয়। ফেয়ার সাহেব যদিও আইন অনুসারে পোলিস কমিসনারের আজ্ঞা রহিত করিতে পারেন নাই, কিন্তু কোন বেশ্যা সৎপথাবলম্বিনী হইতে অভিলাষ প্রকাশ করিলে তাহার সহায়তা না করিয়া উহার প্রতিবন্ধক জন্মান নিতান্ত গর্হিত কার্য্য তাহা তিনি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। ফেয়ার সাহেব আইনের অনুরোধে এই বেশ্যাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, কিন্তু তিনি গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে, যেরূপ কঠোর আইন হইয়াছে ইহাতে কোন বেশ্যা সৎপথাবলম্বিনী হইতে চাহিলে তাহার পদে পদে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। যে হাইকোর্ট আমাদিগকে প্রতি দিন ও প্রতি মুহূর্ত্তে এই রূপ ঘোর অত্যাচার ও নিষ্পীড়ন হইতে রক্ষা করিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট কি সে এ কোর্টের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবেন তাহারই নিমিত্ত প্রাণ পণে যত্ন করিতেছেন। ষ্টেট সেক্রেটরি এই উদ্দেশ্যে পার্লিয়েমেণ্টে ইণ্ডিয়ান লেজিস্লেশন নামক আইনের একটি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন। ষ্টিফেন সাহেব এই উদ্দেশ্যে নূতন ফৌজদারি আইন প্রচলিত করেন, আবার এই উদ্দেশ্য সুসম্পন্নের নিমিত্ত প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বিল নামক পাণ্ডুলিপি গবর্ণর জেনারেলের সভায় উপস্থিত হইয়াছে।

বাঙ্গলা ব্যবস্থাপক সভার গত অধিবেশনে কলিকাতা মিউনিশিপাল বিল বিধিবদ্ধ হয়। এখন গবর্ণর জনারেল এই আইনে সম্মতি প্রদান করিলে ইহা প্রচলিত হইবে। এই আইন লইয়া যেরূপ তুমুল সংগ্রাম হইয়াছে, বোধ হয় এ দেশে কোন আইন লইয়া এরূপ হয় নাই। লীগের প্রস্তাব অনুসারে লেফটেনেন্ট গবর্ণর কলিকাতায় ইলেকটিব প্রণালী প্রবর্ত্তনা করিতে চান। যাহারা এখন জষ্টিস আছেন তাহারা এই প্রণালী প্রচলিত হইলে পদচ্যুত হইবেন এই ভয়ে ইহার প্রতিবাদ করেন, এবং কলিকাতার অধিকাংশ লোক লীগের পক্ষ হইয়া ইহার সমর্থন করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন এবং কয়েক জন ইংরাজ ইহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন। লীগ ইলেকটিব প্রণালীর সমর্থন করেন, কিন্তু মিউনিশিপাল বিলে যে যে অনিষ্টকর ধারা ছিল তাহা উঠাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত প্রাণ পণে যত্ন করেন। লীগের যত্ন সফল হইয়াছে।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA THURSDAY, MARCH, 30, 1876.

We are glad to learn that Babu Durga Narayan Bannerjee of the Postal Department has been dubbed a Roy Bahadoor. None deserved the title better

———ooo———

We have to ackowledge with thanks the receipt of a nice lithographic representation of Lord Lytton. It is sold one anna a copy, at 336, Chitpore Road.

——oo——

It will give our readers pleasure to know that the Bengallee Civilians Babus Romes Chandra Dutta and Behari Lal Gupta have been appointed to act as Joint Magistrates of the Second Grade.

ooo——

We are glad that Babu Gurudass Banerjee has successfully passed the D. L examination. We believe Babu Rash Beharee Ghose, the present Tagore Professor, was the first to obtain that title.

——oo——

We are glad to find that the English Translators and Head Clerks of the District Courts have bestirred themselves and memorialized His Honor the Lieutenant Governor on the subject of their pay. When in 1868 a Committee was appointed to take into consideration the claims of the Amlas of the Muffsil Courts, the Translators and the Head Clerks were altogether ignored. There was none in the Committee to advocate their cause, and hence while the deliberations of the Committee resulted in the general amelioration of the condition of the officers employed in the Vernacular Department, the position of the Translators and the Head Clerks remained as before. These ministerial officers in days gone by were promoted to the Judicial and the Executive branch, and have, by their education and experience proved themselves to be ornaments in the service. The office of Translator in the Muffsil Courts, when originally created some twenty years ago, was, in consideration of the ability, responsibility, and hand-working required for it, held on a par with that of the Munsiff, as regards emoluments. But, while considerable improvements have been effected in all the branches of the uncovenanted service, judicial and ministerial, nothing absolutely has been done towards ameliorating the condition of the truly hard-working class represented by the petitioners now before His Honor. The present Lieutenant Governor, we earnestly hope, will at last do justice to the memorialists who are fairly entitled to His Honor's gracious cosideration.

———ooo———

The Bombay Revenue Jurisdiction bill became law Tuesday last. This act of the retiring Governor-General on the eve of his departure from these shores, constitutes another claim of Lord Northbrook to the gratitude of the nation. We hope those who are for a public demonstration in favor of His Excellency, will not omit this from the list of the good deeds done by him. It now rests with the people of Bombay whether this law is to remain, or gradually bring under its grasp the whole of India. The resistence offered to this law by the people of Bombay, considering the obstinacy of the Government, was feeble in the extreme. But we do not blame Bombay for this. It is a national defect in us, that we never move to avert an impending mischief, as to remove one already forced upon us. The Bengal Muffusil Municipal bill is likely to becomelaw, and now there is a slight symptom of a movement in the matter. The Agrarian disturbance peventive bill is sure to be passed within the course of a fortnight and yet there is no stir. But when this bill becomes law, then the people will raise their ineffectual howl. Fortunately, the people of Calcutta took a timely stand against the Presidency Magistrates' Bill, or it would have been passed by this time. The people of Bombay must go to Parliament through Commissioners.

———ooo———

Sir George Campbell's Municipal Bill contained innovations of a most obnoxious character. So the whole country cried against it. The present Bill is substantially based on the principle of *statuo quo*, so there can be no objection to it on the score of newly introduced evils. But besides making things worse and keeping them as they are, there is a third course. And that is to improve them in substance as well as in form. There is one thing in the Muffusil Municipal system which has ever made and will continue to make it unpopular, despite privileges of election and the like. It is often alluded to as an evil of administrative details, but never put forward as affecting the principles of Muffusil Municipal Government. It is felt by every native as oppressive but is not quite capable of being easily referred to tangible defects of the law. Yet it is in fact owing to the tangible defects of the law. It is this. In every Muffosil town in Bengal there are two divisions. One is the hakeem's or the Government quarter and the other the native or the people's quarter. These two divisions are in most cases strongly demarkated and are in some cases at a distance from each other. Most of the tax-payers are in the native quarter, but most of the taxes paid is expended in the hakeem's quarter. The hakeem's division is a tract containing the mansion houses of the European officers and generally also the public buildings. The native division forms the actual town containing the bazars and the dwelling-houses of the bulk of the population. But all the broad, high and good roads are in the hakeem section, splendidly kept up and draw the largest part of the funds. While for the section where the tax payers live only a small amount is left and with that every year basketfuls of earth are beautifully thrown over the so-called roads, some of which are pools of mud in the rainy season.

But it will be said, that if the above be true, that is not owing to any defect of law, but owing to a bad administration of the law. But the evil alaluded to is only remediable by some legislative enactment and in no other way. That division of a town which is exclusively for Government purposes and in the main reserved for the high officials, their evening walks and morning strolls, should be excluded from the Municipality although within its Geographical limits, or at least every Municipality should have the liberty to ease itself from the burden of keeping up the sceneries and the most costly road-works of a quarter which, if at all interesting to them, is only interesting to their sight. According to the present state of the law, any road within the limits of a Municipality must either be maintained by itself or be not maintained at all. If such Geographical rule were carried a little further, then Municipalities might as well be asked to pay for the kachari buildings, because they happen to be within its boundaries and perhaps also contribute to the salaries of the Judges and Magistrates because they work within its limits. But if the court house be an imperial institution, why should not the roads environing it and leading to and from it be not made and kept up by the imperial funds? If the Magistrate and Judges be not the servants of the Municipality, why should the municipalities be required to pay so much for their comforts? Either let themselves bear the expenses of the fine roads and the beatiful rows of trees which they require, or let the Government provide the same from the imperial funds. It may be said that the hakeems too share the Municipal taxes, and that the Municipal tax is levied on Govents buildings too. Every body knows that such contributions bear too insignificant a proportion to the costs to the above refered to. Thus it is seen that sense and justice required that a provision be made in the Municipal Bill to the effect that the cost of roads and works within the boundaries of a Municipality which are required more as adjuncts and appurtenances to Government offices and which are required for the demi-official use of the Government officers should not be thrown on the Municipal funds. Without such a provision, Municipalities will never be popular and will never be freed from hatred, notwithstanding the boon of elective franchise.

——oo——

CALCUTTA UNDER TRIAL.—The Municipal Bill was passed at Saturday's session of the Bengal Council, and, we have reasons to believe, it shall, in due course, receive the Governor-General's assent. Calcutta must, therefore, look for a trial of its title to an elective Municipality. We have long arrogated our claims to citizen-ship proper, and we must now make ready to vindicate them. A formidable host of adverse witnesses have been testifying both avowedly and insidiously, against our fitness for self-government, and the time is hastening on, when, if ever, their slanderous tongues must be hushed into eternal silence. The authorities have treated our critics and their criticisms with merited contempt, and we must work to justify the credit thus accorded to our representations on behalf of the people. Fellow citizens! be alive, then, to the gravity of the trial upon which you are about to enter, and do justice to yourselves, to your friends, and, shall we add, to your foes.

We have faith enough in the capacity of our fellow-citizens for self-government, or, we should not have lent the weight, such as it is, of our advocacy, to their cry for an elective Municipality. Nevertheless, when on the eve of a novel experiment, which is destined to have an important bearing on the future of Calcutta, and even of India, it may not be unnatural if we feel some sort of nervousness and that we should seek to remind them of their duties and responsibilities in connection with the elections shortly to take place.

The trial will relate, at the outset, to the electors whom, therefore, we would, on the present occasion, forewarn in respect to the due discharge of their sacred commission. The electoral function demands the exercise of intellectual and moral powers, of no mean order. In the first place, the electors must be impressed with an adequate sense of the solemnity of their office. This will operate as a patent incentive to strict fidelity in the observance of the trust. In the second place, they should use all diligence and intelligence of which they are capable, in the expence and their representatives. They should bear in mind the nature of the duties which shall devolve on their representatives. They should estimate the qualifications requisite for the efficient performance of those duties. They should search out men who are known to possess the requisite qualifications. Else they would be exercising their functions unintelligently, and, therefore, ineffectively if not injuriously. The purposes of a sound Municipal administration require that the Commissioners should be men, with the heart as well as the head cultivated enough to recognize the ends which a Municipality is expected to subserve; to contrive for themselves, or to criticize when proposed by others, schemes calculated to further those ends; and to examine the practical operation of those schemes in the hands of the executive. They should, in fact, be practical politicians, practical economists, practical accountants, able and willing to decide for themselves, to express their views intelligently (in a town like Calcutta) in English, and to hold their own against adverse criticism. The electors should, therefore, satisfy themselves, in good time, that their representatives are possessed of the necessary intellectual and moral qualifications. In the third place, they should observe the strictest honesty in enforcing the conclusion at which they may intelligently arrive. When, in the exercise of an intelligent choice, they single out the right man for the right place, they should not allow any considerations whatever to set aside the verdict of intelligence. We are not apprehensive of the operation of corruption in the grosser sense of the word, but we would admonish the electors of the influence of some of its subtler forms. They should not prostitute their privilege to prejudices of caste, or of color, or of creed, to partyism of any shape or description whatever. Inspired with a due sense of the sacredness of their office, they should exercise the most uncompromising intelligence and honesty, and thus approve their fitness for the enjoyment of what may be called the birth-right of civilisation.

If the electors will only do their duty well, their representatives in the corporation will all be the right men in the right places, and the town will virtually enjoy, even under the regime of the present Act, all the advantages of a pure elective Municipality. The right of ultimate control reserved by Government, will at once sink into a dead letter, and will eventually be relinquished altogether. But, if the electors be undutiful, the representative commission will be a veritable sham, our proud professions will be shamefully belied and the problem of self-government will be rudely shelved as insoluble for generations to come. The weapon is in our hands, a clear majority has been secured to us, and if the system fails now it will not be for any fault on the part of Government.

———ooo———

THE DRAMATIC PERFORMANCES ACT.—The public have been invited to attend the Town Hall meeting to be held on the 8th April. The object of the meeting is to offer thanks to Lord Northbrook for the good that he has done us. After Lord Canning, Lord Northbrook alone has enjoyed the rare privilege of enjoying the confidence of the public. The secret of this confidence was this. The belief was entertained that no evil could come out of such a good natured Governor, a naturally innocent man, who never wilfully did mischief to any body. But the Bombay Revenue Act, the Presidency Magistrates' Act, and the Dramatic Performances Act are all Lord Northbrook's and any one of them is quite sufficient to render a better Governor than Lord Northbrook unpopular. If man hates anything it is loss of liberty and if Lord Mayo only began the work of encroaching upon our liberty, Lord Northbrook has completed it by drawing the bonds closer and closer. The Dramatic Performances bill is Lord Northbrook's alone, let us bear that in mind. Now let us examine the bill in detail.

The first point that startles us is that the Act is to extend to the whole of British India. The Ordinance was for the Presidency Towns only, but after mature deliberation the Government wisely comes to the conclusion that half measures are always bad. If the Presidency Towns are brought under the operation of the Act why should India be allowed to escape? Section 3 provides that whenever the Local Government is of opinion that a drama is of a scandalous or defamatory nature or likely to excite feelings of disaffection or likely to deprave and corrupt persons present at such performance or otherwise prejudicial to the interest of the public, then it may by order, prohibit the performance of such a drama. Now who is this local Government? Not the Lieutenant Governor himself but officers especially or generally empowered to take notice of such things. It then practically comes to this. That when a Magistrate is of opinion that a drama is scandalous, defamatory, seditious &c. &c. &c, he can prohibit its performance.

Now what is a scandalous play? Let us have the definition and let us clearly understand what is that the Government demands from the nation. We can understand what is meant by an obscene representation; but it appears that it is something different from scandalous performances or else why there is a seperate provision for the latter? Then again what does the Government understand by

play of "a defamatory nature?" Of course if an individual or a class of individuals is defamed, his or their remedy lies in the Civil and Criminal Courts. If it is meant to prohibit the performance of dramas, defamatory to individuals or a class, why the Government takes upon itself a task which is quite beyond its sphere? If A defames B, it is not proper for the Government to come forward to shove B aside, and turn a prosecutor. It is a matter which is to be settled between A and B. On the same principle the Government may prohibit Newspaper articles of a *defamatory nature.* But we believe the object of the Government is quite different. It is to bring under the operation of the Law such plays which are really innocent according to the present law. Will the Government kindly explain to us what it means by "dramas of a defamatory nature." To obey a law we must first of all understand what it inculcates.

Then comes the provision against performances likely to excite feelings of disaffection. This too we must understand clearly For every sentenee that is uttered against Government is likely to indirectly excite eelings of disaffection. Every act of Government which is distasteful to the people is likely to excite feelings of discontent This very Bill which we are discussing is likely to excite feelings of disaffection. It is necessary therefore to lay it down distinctly what Government actually means by the plays "likely to excite disaffection." The fourth provision is against those dramas which are likely to deprave and currupt the morals of spectators. If by these expressions the framer of the bill means plays, which are obscene, well, that should be distinctly stated. The last class of plays which shall fall under the operation of the proposed measure are still more indefinite They are those which are "otherwise prejudicial to the interests of the public." whatever that may mean.

The framer of the bill must have pondered long to bring under the compass of the measure all such pays which might be obnoxious to Government or Englishmen. He thought- long to find out whether there was still any loop-hole for such plays to escape. There was barrier within barrier to keep every drama which might appear objectionable to the Government or the Magistrate within the grasp of the law, but still the framer was not satisfied. So long he was dealing in generalities, yet he was not sure whether there was not some way of escape and to make things doubtly sure he at last provided that plays which are prejudicial to the interests of the public might be suppressed also. To our thinking, plays are always prejudicial to our interests. Theatrical companies always charge fees for entrance, and that is so much money lost. They keep us also waking to a later period in the night in a crowded hall to the prejudice of our health.

The common saying is that wicked men deal in generalities and never like to come to the point. Surely the intention of the Government is not wicked. It is not the intention of Government to dig pit-falls for the unwary subject to fall in. But practically we see a measure proposed which is so indefinite, vague and general that it is difficult to understand what the Government would us have, where to go, how far to go and where to stop. When that Indian Draco, Fitz James Stephen' inserted section 124A in the Criminal Procedure Code, even he was compelled to define what creating disaffection meant. But such expressions as "dramas of scandalous or defamatory nature or otherwise calculated to injure public interests" are still more indefinite than which the Indian Draco thought it fit to define.

This bill, if it becomes law, will practically turn Robinsons into Judges of our theatrical performances. If "the Magistrate is of opinion" that such a play should be prohibitted, well prohibitted it against must be, though it may be a very good and innocent one. There is no appeal such decision and the order of the Magistrate in final. There will be no judicial inquiry held, no evidence taken, no, nothing of the sort. But "if the Magistrate is of opinion" that such an act should not be performed, no authority in India shall have any right to question his decision. Let it not be thought for a moment that the proposed law takes cognizance of a very small matter, of merely theatrical performances. The Power which has so little regard for the liberty of the subject in small matters can easily advance a step and meddle with larger matters such as our books and newspapers. If the in "opinion" of any individual Magistrate, founded upon a basis, which is not given, a performance can be condemned, we see not reason, why a book which falls under the displeasure of the same opinion, or a newspaper, may not be condemned likewise.

Sir George Campbell hated laws and lawyers. He was not for judicial enquiry or the taking down of evidence He was a worshipper of Government by "opinion" and the creed is spreading fast in India. We regret to see Lord Northbrook himself a follower of the creed—Lord Northbrook, who expects a parting address of thanks from the public of India. In the Muffosil the mere opinion of a Magistrate is a quite sufficient ground for a man to rot in jail for three months. Here in the Presidency Towns it is proposed to make this opinion four times strong. And now this opinion is again to prevail in matters purely native, social and intellectual. We have lately seen the value and power of this opinion in the Theatre case. Here there was a case brought against the actors and evidence taken of the only men in the town who could speak with authority on the subject and yet the opinion of the Magistrate prevailed. But under the proposed Act the opinion will not be subject to any challenge from experts. Taking all things together we think an elaborate Act like the one we are discussing was unnecessary. The end might have been as well served by inserting a clause in the Code by empowering the Magistrate to prohibit the performance of any play they choose.

Section 7 provides: "If any Magistrate has reason to believe that any house, room or place is used, or is about to be used, for any performance prohibited under this Act, he may, by his warrant, authorize any officer of police to enter with such assistance as may he requisite, by night or by day, and by force if necessary any such house, room or place, and to take into custody all persons whom he finds therein, and to seize all scenery, dresses and other articles found therein, and reasonably suspected to have been used, or to be intended to be used, for the purpose of such performance." Now there! is it not very assuring? If after all this forcible entry and seizure of person and property the Police finds simply a mare's nest, well, the Police and the Magistrate are not only not brought to account but praised for their zeal by our paternal Government. If such a scene as here contemplated were ever enacted in India it would no doubt make the Government intensely popular and abridge the gulf which now unfortunately seperates the governed and governors!

That there is no necessity whatever for such a law is clear from the provision of sectiou 8, where it is provided that "No conviction under this Act shall bar a prosecution under section 124A or section 294 of the Indian Penal Code." Thus it is clear that there are provisions in the Penal Code for obscene, and seditious representations. Why there is the necessity for this new and summary power? Why is the Government deliberately taking, one by one, the safe-guards that protected us from oppression and despotism? Why has the Government taken so much prejudice against laws? The laws are framed by them and not by the people. They are administered by Englishmen appointed by Government. Lord Northbrook vetoed Sir George Campbell's Municipality bill, but we would have ten such bills passed than have our liberties encroached upon.

——ooo——

THE PRESIDENCY MAGISTRATES' BILL:—The meeting of Saturday last to protest against the bill was a brilliant success. The house was densely crowded, the *elite* of Calcutta with the exception of course of the leading members of the British Indian Association, were present. Mr. Wyman was in the chair. The proceeding commenced a few minutes after 4 P. M. when the Chairman read a telegram from the Bombay Association asking for a copy of the memorial to be submitted by the inhabitants of Calcutta and intimating their intention of moving in the matter. A second telegram, sympathising with the Calcutta movement, was received immediately after the proceedings were concluded. Of the thousands present there was scarcely one who did not feel the importance of the meeting and its deliberations Earnestness, and we may say indignation, at this retrogatory step of the Government, was depicted in every face. The feelings of the citizens were violently worked yet not one word of disrespect to Government was uttered. The Chairman took objections to certain expressions, but he at the same time admitted, that the circumstances were very aggravating. It was pleasant to see that "there was no lack of inteligent understanding of the purport of the meeting" as the *Indian Daily News* said on Tuesday in connection with this meeting, "and the meeting consisting of hundreds—it is even said thousands—of intelligent men conducting public business in a constitutional and intelligent maner"

Mr. Fink who spoke first gave a clear and lucid analysis of the whole bill. He said:—

If you turn to Schedule II. of this Bill, you will find that, in a large number of cases, Police officers are vested with the power to arrest persons with or *without* a warrant, and here the Bill provides no procedure whatever. What is a Police officer to do with a person whom he arrests without a warrant? Under the English practice he must bring him up before a Magistrate without the least possible delay. If this Bill passes into law, there is nothing to prevent the Commissioner or Deputy Commissioner of Police keeping in custody an accused person (and possibly an innocent person), say, for a whole week, for the purpose of satisfying himself as to his guilt. But before whom is this prisoner to be taken? Is he entitled to bail? By what steps, is he to be brought to trial? How are the Police to act in such cases? These are questions which this Bill does not answer at all, and it is just here that the existing procedure is sadly deficient. Act IV. of 1869 (the Police Act), which was intened to amend and consolidate the provision of Act XIII. of 1856, scarcely lays down any procedure in these matters. It is an Act that is fearfully and wonderfully made. It is crammed [illegible] stuffed with a little of everything. It prescribes a [illegible] the duties of the Commissioner of Police; it men[illegible] of the disabilities of the Deputy Commissioner, and notices a few of the privileges of Magistrates. Into its front pocket, side-pockets, and rear pockets, are stuffed a few provisions as to chowkeydars' uniforms, the Police superannuation fund, deductions from salaries of Police officers under the rules of the Uncovenanted Service Pension Fund, followed by various provisions against stealing, driving elephants or camels through the streets, gambling, etc. It reminds one forcibly of De Quincey' humorous description of the packing of a family coach for a journey to London in the olden days. If therefore the present procedure needs to be changed, these are matters which surely ought to find a place in this Bill. Indeed, gentlemen a Procedure Code regulating the preliminary procedings of Police officers is urgently needed. If we had such a code, we should not see what happens daily, when the Police arrest persons, and make them defendants or witnesses as they think proper, and prolong their investigation, keeping all the parties practically under arrest. Not long ago a charge of grievous hurt was made against three or four men, and after what was called an investigation, the Police officer, prejudging the case, pronounced it to be a false one. This notion was of course communicated to a higher authority, and all the prosecutor's witnesses, who were chowkeydars, were suspended. The Government solicitor was induced to abandon the prosecution, and the prosecutor found, before his case came before the Magistrate, that he had lost the assistance of the Police, to which he was entitled. The case was tried and though evidence was adduced for the defence, the defendants were convicted. I need not go further back than the proceedings in this very place, when the actors of the National Theatre were rudely arrested by the Police. If we had a proper Procedure Code, these things would not happen.

He proceeded:—

Time would not permit me to criticise all the provisions of this Bill that are objectionable. Upon sbspicion entertained by a Magistrate that an offence has been committed, he may, under Section 26, issue a warrant for the apprehension of the suspected criminal. Probably, circumstances in the Moffussil would justify the exercise of such a power, but it is at all times a dangerous weapon. I shall give you one case which would illustrate the danger of acting on suspicion. Not long ago a man of the name of Charles Stuart was sent to jail, in default of payment of a fine for being drunk and incapable. Just at this time a warrant came from Burdwan to the hands of the Commissioner of Police, for the arrest of one Charles Stuart, who had been charged with stealing a watch. This was a case where suspicion was strong. After a few days, Stuart's brother went to the jail to pay the fine and release him. There was a great delay in getting him out, but no sooner was he outside the jail-door, than a Police officer, armed with this Bardwan warrant, arrested him for stealing a watch there. His and his brother's protests were all in vain, and he was marched in the sun across the Maidan to the Deputy Commissioner. The warrant itself contained a description of the accused which would have raised serious doubts as to the identity of the prisoner. He was, however, kept in custody, and, sent under arrest to Burdwan, where, after all, the prosecutor said he was not the man that was wanted. This was a case where the Deputy Commissioner acted upon suspicion merely. If this section should be allowed to stand, no Magistrate would be liable civilly for an arrest. I do not see what object is to be attained by allowing a Magistrate to act upon his suspicion. A Magistrate's suspicion is not worth anything more than any other man's suspicion. Indeed, I think it is less to be trusted, because he has the temptation to act upon it. In the case I have just mentioned the similarity of name wás all the ground upon which the Deputy Commissioner acted. Suspicion depends so much upon a man's mental constitution. Some men are prone to suspicion, and some men go to great lengths in false reasoning:—

If a man who turnips cries,
Cries not when his father dies,
'Tis a proof that he would rather
Have a turnip than his father.

Some men would even sanction such logic as this. It is dangerous therefore to make a Magistrate's suspicion the ground for arresting a man. There is also a provision in the Bill for taking of evidence by Commission in criminal cases. Taking evidence in this manner in civil cases is unsatisfactory enough, but, in criminal cases, it is sure to be prejudicial. Such, however, is the law in the Mofussil, and the great objection to it is that besides being unsatisfactory and against the rule, that the witnesses shall be examined in the presence of the accused, it tends to prolong criminal proceedings. Sections 131 and 132 provide for the arrest of a witness if the Magistrate considers that he is not likely to attend to give evidence Power is also given to attach and sell his property. These are provisions which are certainly very wide, and so far as my experience goes, people here are more willing than elsewhere to be made witnesses. I will detain you no longer on the procedure as it is laid down in this Bill.

Then Mr. Fink clearly shewed that there was no necessity for such a law. He said:—

The second question is, whether there are any circumstances which necessitate an increase of the power already vested in Presidency Magirtrates. At present the High Court holds about nine Sessions in a year, and I do not think the Sessions work has increased to any extent. In the days of the Old Supreme Court, and before the abolition of the Grand Jury, the Sessions work was much heavier than it is at present, and there was a Chief Justice and only two Puisne Judges to devide the labour. It is said that the power proposed to be given to Magistrates in the Presidency towns is the same as that already vested in Magistrates of the first-class in the Mofussil. All I can say is that Calcutta is not the Mofussil, and I should be very sorry if it ever became anything like the Mufussil. But the proposed powers are very extensive, the immediate effect of which will be to abolish trial by Jury in a very large number of cases. You are aware that our Magistrates at present exercise jurisdiction under various Acts. They try cases under the English and Indian Merchant Shipping Acts, the various local Acts relating to Abkaree, to criminal breaches of contract, the Post Office and Railway Acts, the Acts for the registration of public companios, and various other special and local laws. Act V. of 1866 gave them power to try certain offences under the Penal Code, but where the offence related to property, their summary jurisdiction extended only to cases where the value of the property did not exceed Rs. 50, and their power to fine extended only to Rs. 200. This Bill extends their power to fines not exceeding Rs. 1,000, and gives them summary power over a large number of cases, which at present are triable only by High Court and a Jury.

The following analysis by the same speaker will be read with interest:—

Under Act IV. of 1866, they had power to try offences under about 80 sections of the Penal Code. The present Bill gives them power to try 131 additional offences. Now, the Penal Code has 511 sections, out of which 182 sections are definitions of terms and of offences, leaving 329 penal

clauses. Out of this the Magistrates will enforce 211 sections, and the High Court only 118, out of which 42 sections may be taken as referring to crimes of the very rarest occurrence. I mean offences relating to mutiny and rebellion, to the army and navy, kidnapping, slavery and forcep labour, &c.

He concluded thus :—

But these figures are of no value until we come to examine some of the offences which this Bill proposes to place befor our Magistrates to be dealt with summarily. In a large number of the cases the Penal Code fixes the maximum of three years imprisonment, in which cases the Magistrate can only award two years. Under Section 363 of the Penal Code the maximum punishmant is seven years' imprisonment, and under Section 392 the highest term is fixed at fourteen years' imprisonment. These cases are triable summarily by a Magistrate, and he can order imprisonment for two years only. An offence under Section 394 is remarkable, because the Legislature have thought fit to visit it either with the penalty of transportation for life, or rigorous imprisonment for ten years. This offence also is triable by a Magistrate, and he can only punish the offender with imprisonment for two years. Of course, in each of these cases, he has the option to commit the accused for trial to the High Court, but still he has the power to try him himself. Looking at the matter from the point of view of public policy, is it politic. I ask, so to abridge the penalties imposed by the Penal Code? But looking to the rights of the subject, is it fair to deprive accused persons of trial by Jury? Look, again, at the manner in which trials before the Magistrate are to be conducted, All cases triable by a Magistrate may be tried *summarily*, and that means that he need not record the evidence of the witnesses at all. No Magistrate in the Moffussil is vested with such powers, although this Bill professes to be framed on the model of the Criminal Procedure Code. It is against the spirit and intention of the High Court Criminal Procedure Act. You are aware that, under that Act, the High Court has the power to send for the Magistrate's record, in order to judge of the legality of his proceedings. But, if he is not obliged to take down evidence, what sort of a record will the High Court get. If the Magistrate is allowed to make up the record afterwards, it would be one of the most scandalous proceedings that could be imagined. But if application is to be made to the High Court in a case where a Magistrate has manifestly erred, the prisoner must give seven days' previous notice to the Magistrate, during which he must remain in prison, and, it may be, undergo hard labour. There are various other provisions in this Bill which are highly objectionable, but I shall not detain you further.

Mr. Bonnerjee said :—

Magistrates were not in any civilized countries executive, but judicial, officers; and the more power there was in the hands of judicial officers for the purpose of checking the extreme powers in the hands of the executive, it was better for the country. In England, judicial officers had an enormous amount of power over the executive. If they were quite satisfied that Police Magistrates possessed real powers over the Police to check their doings, nobody would object to these powers being conferred upon them. But, unfortunately in this country, Magistrates were not so independent as the High Court was. Magistrates were appointed by the single voice of the Lord of Belvedere, and by the single voice of the Lord of Belvedere, they might be removed from their appointments. Witness the case of Mr. J. B. Roberts, who was now State Daftri. (Laughter.) In England, if a Magistrate was summarily removed from his office, and sent about his business, awkward questions were asked in the House of Commons, and the Home Secretary had to explain his conduct; and if he was not able to explain his conduct to the satisfaction of the House and country, the result was that the Home Secretary had to resign; and, if his colleagues stood by him, the whole Ministry had to resign. Here, if a Magistrate was removed, there was an article written once or twice in the *Englishman*, or *Indian Daily News*, and then the whole matter was forgotton, and the unfortunate man had to remain out in the cold all his life, Therefore in a country like this, where the magistrial authorities are under the executive Government so completely, it was not necessary that they should have more power than they had at present. Now, where was the necessity for it? In England, stipendiary Magistrates had no more power vested in them than Calcutta ones. There prisoners had the benefit of the control by Juries. Calcutta, Bombay, and Madras were proverbially cities, where the smallest amount of crime, it was possible to imagine, was committed.

We have urged in these columns, indeed we have made ourselves hoarse, not only to convince the Government, but our own countrymen also, that a milder form of penal law alone is suitable to this country and that stringent laws, necessary to keep in check Anglo-Saxon ferocity, are disastrous in their consequences in India. Even Sir George Campbell, though a man of many manias, but whose chief mania was to fill the jails of India and torture the prisoners, when in England admitted that criminals in India excited pity rather than indignation, and we are glad to see that an experienced lawyer like Mr. Bonnerjee speak on behalf of our criminal population. He said :—

These cities had not got the roughs of London, its garotiters and pick-pockets, and its wife beaters; and it was clear that these classes were politically as dangerous, as it was possible to conceive. The proper criminal classes of these cities were nothing at all. Cases which come before the High Court were mostly for receiving stolen goods, cases of forgery, and now and then cases of murder and manslaughter; and Magistrates mostly dealt with offences were committed over-night. Perhaps, a man struck a blow at a policeman, or lay down in the street for want of strength to go on. (Laughter.) There was no necessity whatever to give into Magistrates' hands all these powers. Therefore, from every possible view of the matter, it was undesirable that Police Magistrates should have more power than they already possessed. We had observed this in England, that the people had to depend upon the Houses of Parliament before they got any law passed. The Reform Bill had to wait a very long time before it was passed. They had also in England the law and other societies; and if the people then demanded a law, the legislature was compelled to give them that law. Was there any soul here who desired to have the proposed Bill introduced, as that Police Magistrates should have larger powers conferred on them? Was there any political, or social, or State exigency, which require it to be passed? If one read the Bill, he would find that it had been drafted at a time of great panic. It was legislation for times of panic; and he hoped they would all say that it ought not to be passed. He would tell them the history of the Act. Sir George Campbell had charge of the Civil Procedure Code, and, in introducing that Bill, he expressed an opinion that there was necessity for such a Bill as this. Sir George Campbell had shown the utmost dislike for all law, and in the time of Sir Barns Peacock, he was sent to the Criminal Court; but since that time no Civilian Judge had ever been sent to preside over the Criminal Side, for Sir George Campbell once thought a prisoner guilty simply because he had reserved defence at the Police Court. (Laughter.) The present Bill was introducing legislation of a most dangerous character, its object being to muzzle the High Court, and prevent them from giving independent opinions. The fate of petitions to Government was somewhat peculiar. The Lieutenant-Governor usually replied that he "saw no reason to interfere," and, when the Governor-General was appealed to be "declined to interfere."

For a detailed description of the proceedings, the resolutions that were moved, the sentiments that were uttered by the speakers &c., we would refer the readers to the columns of the *Dailies*, though we must confess the reports were rather meagre. The speeches of the two High Court Pleaders, Babu Bhoirub Chander Banerje and Ameranta Nath Chatterjee appear in a mangled shape, and the speech of Babu Kalli Churn is altogether omitted. Here we deem it our duty to take a brief notice of the speech delivered at the fag end of the meeting we mean that of Babu Kalli Churn. The speech was so excellent, so full of good sense, eloquence, and earnest feeling that it electrified the thousands who heard him with rapt attention. The sonorous and impassioned voice of the speaker, his grace of delivery his command over the English language, the deep feeling which underlied his utterances marked him at once as one of the best orators in India. It is a privilege to hear him speak, it is a sign of the times that the Indians are cultivating their powers of eloquence and so successfully and devoting them to the service of their country. Oratory precedes national growth.

SCRAPS AND COMMENTS

The *Pioneer* has the following paragraph about the Prince's letter to Lord Northbrook :—

"The Prince's letter will be generally accepted, we imagine, as a very genuine expression of thanks for the cordiality of his reception here. An Emperor, we all know, is above grammar; so surely the son of an Empress may talk of 'the Queen's representative of this vast Empire,' especially when the sentiments conveyed are animated by so much good will and satisfaction. And if the sentence we have quoted is open to criticism on mere literary grounds it may on that account contribute to raise the whole document above the level of formal secretariate civilities. The letter is manifestly the Prince's own, and the establishment in his breast of the feelings to which he gives expression, is not one among the least of the advantages likely to accrue from the visit so happily concluded."

The *Indu Prakash*, in recounting the effects of the Prince of Wales' visit to this country says :—

"When Mr. Disraeli, in the early part of last year spoke of this visit, he evidently meant some good which was not then visible to outsiders. That good we are begining to realize in the Royal Titles Bill. It is much to be regretted that such an auspicious event as the visit of the future King to this ewel in the British Crown should be spoiled by any measure so certain to produce dissatisfaction among the best props of the British Empire in India—the Native Princes. And some sympathizing English statesmen often speak of the impenetrable ignorance of the English people about India which makes one despair of bringing them to pass any salutary measure for the benefit of India. We wonder that these should not have seized this opportunity afforded by the attention of the whole English people being turned to India, to insist upon some such boon as representative government being conferred upon India. Not to speak of that, the British Government is associating this great event with the taking away of another great boon which India has enjoyed for half a century—of gagging the Native Press, because perhaps, as Dr. Russell states, that the Native newspapers compare the Prince with the Government, whatever that may mean.

We learn from a correspondent to a contemporary: "The new Dooms day Book, has just been issued; and I daresay it will interest your readers to see a list of the twelve largest landowners in England and Wales. Here they are, then, with their rent-rolls per annum :—

	Acres.	Valuation.
Duke of Northumberland...	191,481,	£182,560
Duke of Devonshire.....	132,998	140,405
Duke of Cleveland.....	102,786	95,769
Sir W. W. Wynne.....	91,022	47,427
Duke of Bedford.....	87,515	141,550
Earl of Carlisle.....	78,542	49,688
Duke of Rutland.....	70,022	90,497
Earl of Lonsdale.....	68,195	71,334
Lord Leconfield.....	66,104	67,432
Earl of Powis.....	61,036	63,331
Earl Brownlow.....	57,800	85,087
Earl of Derby.....	56,599	163,527

The Marquis of Bute and the Duke of Portland, both possess larger estates than any set down in that list, but they hold both in England and Scotland. On the whole it is calculated that 340 persons possess about 16,000,000 acres in this island, or an average of about 50,000 acres apiece."

The *Friend of India* writes as follows :—

"It is a disputed question among middle-aged gentlmen any especially widowers, whether English-born or Indian-born women make the best wives. The younger generation of men hardly care to discuss the problem philosophically, but are contented with either. Perhaps if votes could be taken on the subject, the result would show in favour of the home bred damsels strangers to India and its ways, though there is doubtless much to be said on the other side, and by it. The ordinary impression prevalent of an Indian-born young lady is that she is Indian from the crown of her head to the soles of her boots. Her detractors aver that she speaks the vernaculars with her *ayah* in preference to the Queen's English, that she is *au fait* with all the mysteries of *Curry Bhat*—whatever that is and that she firmly believes the Royal Family habitually dine upon Crosse and Blackwell's 'tins' of many delicacies, regardless of expence as becomes people of their pay and allowances. They swear that she is painfully modest in public, but not so much so in private. That she has the same horror as her refined American sister of alluding to the leg of the table, but that she can exhibit her own understandings with a *naïvete* or a coquettishness inconsistent with a curious delicacy of mind. They stigmatise her as a flirt, as mercenary, and of inferior education, and say she is coarse before she is old, and old before she is young. On the other hand, her admirers are loud in her praise. They speak highly of her common sense; of her superior management as a housewife; of her knowledge of *ghee* and other bazar supplies; of the salutary terror in which she holds her domestic servants; of her comparative simplicity in dress; and the more enthusiastic even go so far as to compare her to Solomon's picture of a good woman in the last chapter of Proverbs, who clothes her household in scarlet, and whose price is above rubies. * * * * The distinction between the two classes, the old and the new, is seen in the free and easy open house style of living of the one, in contrast with the somewhat eremitical reserve of the other. After all, when women only come to India to quit it as soon as they can, the place affords them little incentive to make the best of it, but this was not the way with the wives and daughters of the men belonging to the ancient services—people who; whether they wished it or not were compelled by force of circumstances to think of India as their home for years or for ever, and who acted in accordance with those home instincts of which hospitality is for one thing a lively characteristic."

A correspondent of the *Shanghai Courier*, in a communication dated Newchang, 17th January, gives the following items of intelligence :—

The Russians are reported to have passed the boundary and have either built or are about to build a military post or settlement on the Chinese side of the Armour. That is, Russians are making or are about to make fresh encroachments in Manchuria as they have recently done in Western Asia. The Chinese officials have issued proclamations forbiding their people to trade, or have any dealing with Russians, who, they say, have come to make trouble. The Russians are, on the other hand, supposed to be determined to trade in the first instance, and if the Chinese won't do this, then a quarrel will ensue, and another slice of Manchuria will cease to be Chienes and become Russian." This is probably the foundation of the rumour subsequently magnified into a "fact," which Reuter telegraphed from Shanghai a few days ago, namely, that an offer had been made by the Chinese Government to the Russians to pay the latter ten million taels, provided they quitted Khokand. The statement was telegraphed on the authority of the *Shanghai Courier*. Another correspondent of the same paper asserts that Russian officers have been seen taking observations in China proper, and that several Russian settlements have been founded on the Chinese side of the Amour. Considerable apprehension is said to prevail amongst the Manchu-Chinese authorities in consequence of the Russian advance, and it is just possible that the story of a large sum of money having been offered by the Chinese is based upon something more than mere rumour. After making settlements in a neighbour's territory, the Russian method of procedure is to exact gurantees for the good behaviour of the people —failing which, the territory is confiscated and becomes a Russian Province.

Is this what is to be done with Manchuria?

Says a *contemporary* :—

An American has invented a machine worked by an electric current passed through magnets, in motion. The machine was applied to a pump, and gave most satisfactory results, raising a column of water, that would have cost several shillings a day with steam, at the cost of a few pence. The inventor was a pupil first, then a colleague of Professor Morse, and has taken years to perfect the scheme. The invention is to have a thorough trial, as a 120 horse-power machine is being constructed to work all the machinery required at the Philadelphia Exhibition; and if this proves successful, the whole theory of locomotion will very shortly be revolutionised. Coal, too, would drop to about half its present price, and the present dangers of travelling would be reduced to a minimum.

We take the following from the London correspondent of a contemporary :—

A romantic divorce case has given us something to gossip about during the week. Mr. Hubert Smith, author of "Tent Life in Norway," and a gentleman of independent means, living at Bridgnorth, was, as an advertisement in the *Times* informed the world some two years ago, wedded to the heroine of his book, the charming gipsy girl Esmeralda. She could neither read nor write but that mattered little to a gentleman who thought gipsy-life, with all its Bohemianism, the perfection of existence. Unfortunately, another student of gipsy lore, Mr. Francis Hinde Groome, younger, richer and handsome than Mr. Smith, made the acquaintance of the newly-wedded pair, wooed the wife in choicest "Rommany" or Zincali, won her fickle affections from her lawful spouse, taught her to deceive him, and finally induced her to leave him. Poor Mr. Smith received a sore blow to his romantic passion and fled to Spain to forget his sorrows in travel, or possibly in the society of some fresh gipsy love. While there his wife wrote a humble and penitent letter expressing her longing to "lay her head once more upon her beloved Hubert's bosom," &c., &c. The infatuated husband set off at once to rejoin her, but before they had been a day together she left him and sought the Groome who was not, alas! her bridegroom. The parents and brothers of Esmeralda did their best to prevail upon their guilty sister to return, for the gipsies have stern ideas of morality, but in vain. Her brother, Zeelariah, a splendid-looking fellow, whose appearance created great interest in court, called upon Mr. Groome, and as that gentleman chose gratuitously to insult the reputation of Esmeralda, Zeelariah then and there administered a "rubbing down," to use his own expression, which Mr. Groome will not soon forget. Of course a decree *nisi* with costs was the result, but it is a melancholy and prosaic termination of a romantic attachment. Let us hope it will be a warning to impulsive young Englishmen for the future to look among the women of their own race and rank for wives and not search for them among "the daughters of Heth."

Talking of the Divorce Court the same correspondent says :—

"I hear that Colonel Clifford, who eloped with his wife's lady's maid not long since, has been induced, through the intervention of a Roman Catholic Bishop, to return to his wife and children and leave the Helen of his domestic Troy behind. The reconciliation will take place in Italy, where Colonel Clifford and his family will probably remain for an indefinite period. Colonel Baker, whose time of imprisonment is drawing to a close, will, immediately upon his liberation, leave England or America with his wife."

A correspondent at Akola writes to the *Delhi Gazette* :—

When the prince of Wales first entered the country in November last, a local vernacular paper, the *Oordoo Akhbar*, undertook to enlighten its readers as to the object the prince had in view when visiting India. Amongst other objectionable language, this worthy (?) member of the Fourth Estate compared His Royal Highness to a "leech" who had come "to drink the blood of India !" Such language could not, of course, pass unnoticed. The Commissioner of Berrar, Colonel Nembhard, who took up the matter, in calling for an explanation from the Editor, ascertained the fact that Dhondoo Balkrishna, who had the honor of being Editor of the *Akhbar*, was also a student in the Akola High School, and with a view to put down such reprehensible conduct, he deemed it necessary to at once expel the young tyro from school, and at the same time issued an order prescribing him from Government employment in any part of Berar. anybody at all acquinted with Colonel Nembhard could not for a moment question his intentions, for, as he said, it would be wrong in him to permit a man, who had obtained his education from the Government, to apply his talents in writing scandalous nonsense of a representative of that Government, and he, consequently, considered it necessary to take serious notice of such misconduct. The Resident at Hyderabad, however, appeared to think differently, and that as he realy could not see any harm in the whole affair, he took upon himself to cancel *in toto* the oders issued by the Commissioner. Dhondoo Balkrishna may therefore rejoice in his triumph, and he may yet be agreeably surprised to find his production on the "Leech" a prize essay in some Government school.

The fact is it was a belief entertained by many that the object of His Royal Highness the Prince of Wales was to replenish his exhausted purses, and he came to India.

INDIAN LEGISLATION BILL.

(*From the Englishman.*)

More than one of our contemporaries appear to be impressed with the belief that the effect of the Indian Legislation Bill will be a serious transfer of power from the Governor-General to the Secretary of State. There would be great mischief in that; but the real danger of the Bill lies, we are persuaded, in a different direction. The object of the Bill rather appears to be to transfer to the Indian Executive, with certain reservations, the value of which we cannot as yet precisely guage, the power of the Imperial Parliament in Indian Legislation. We have already done our best to expose the secret history of the Bill, which, there can be little doubt, was primarily suggested by the adverse decision of the Bombay High Court in the now notorious Bhaunagar case, and was intended to prevent the possibility of similar decisions in future. The point raised in this case was, as is well-known, whether or not the power to transfer British Territory, ostensibly conferred by the Indian Legislature on the Executive, was valid; and this point was decided against the Government.

The Bill, however, does not deal specifically with this particular question, which its authors probably dared not raise in Parliament, but takes a very much wider and proportionately more menacing scope. It seeks, by Section 9, to deprive the Courts of all jurisdiction to entertain any question as to the validity of an Act of the Supreme Legislature whatever, except in the rounabout clumsy, and costly way indicated therein.

Besides the certainty that a too definite statement of the particular object, or objects, in view would imperil the passage of the Bill through the Legislature, there was another reason for making its provisions as wide and general as possible. The Supreme Council has shown an increasing tendency of late years to ignore any Acts of Parliament that have been found by the Executive to impose inconvenient limitations on their power, and numerous Sections affecting the liberty of the subject have crept into our statute book, which every competent lawyer knows to be invalid, and which are consequently liable, at any moment, to be challenged in the Courts. Among other instances, we may notice Act X. of 1872-an Act which, by the bye, was passed at Simla, in a manner and under circumstances which created just indignation at the time, and which was sanctioned by the Secretary of State in spite of the protests of the Anglo-Indian Community---conferring on Mufasal Magistrates jurisdiction over European British subjects. It was contended in Meares' case that this Act was *ultra vires* of the Indian Legislature, as being in conflict with an Act of Parliament, and, although the plea was overruled by a feeble Judge, the weakness of the judgment on this point was perfectly well-known to the Executive and their legal advisers. Great fear was, indeed, entertained by them lest the point should be referred to the Privy Council, and decided against them. Had this been the case, many other late Acts would have been at once invalidated, or rather their invalidity would have become a patent Act, and much of the legislation of the last few years would have had to be done over again.

We have very little doubt that one of the first uses which the Legislative Council will make of its enlarged powers will be to pass a declaratory Act validating all these questionable Acts.

Another provision of doubtful validity is Section 82 of the Criminal Procedure Code, which abrogates the power of the High Court to issue writs of *Habeas Corpus*, or other prerogative writs, beyond the Presidency Towns. Section 3 of the Indian Legislation Bill, as we have already pointed out, will confer on the Indian Legislature full powers to pass any enactment curtailing, or even repealing, any provisions of any Letters Patent of any of the High Courts, by whatever authority conferred. This we consider by far the most important provision in the entire Bill. It carries us back a century, and reduces the rights of the subject in India very nearly to what they were under that Great Mughal whose place, Sir George Campbell has just reminded us, the British Government occupies. Not even those who spoke against the Bill in the House appear to have had the least suspicion of the momentous character of the changes it seeks to introduce.

Never in the whole course of Indian Legislation was there more emergent necessity for a strong and united protest on the part of the public, European and Native, in defence of their liberties. Never was a more audacious or infamous project submitted to a British Parliament, than this attempt to inveigle a free people into setting up one of the most despotic systems of Government that has ever been devised It threatens to deprive Englishmen in India of what is their birthright, and Natives of the chief of those benefits which it has been the proudest boast of British rule to have conferred on them.

THE SAME.

(*From an Anglo-Indian to Mr. Fawcett.*)

My Dear Sir,—Though by the time this letter can be read the date may be too late for it to have any influence on the passage of the "Indian Legislation Bill" through the Lower House of Parliament, it seems desirable for me to try to fix attention on two or three points of deep importance that cropped up in the debate on the second reading (February 17th), in which you took a prominent part. And here it may be remarked that this incident affords a striking proof of the inability of the London press to perceive what measures and debates are really of vital importance to Indian and Imperial interests therein. The *Times* deemed it sufficient to crush up into a few confused sentences the lively and intelligent debate on the second reading of this Bill. We owe it to the vigilance of a reporter on behalf of one of the Bombay papers (the *Gazette*) that a record of the proceedings on that occasion was secured and made known to us in India.

One may address you on this subject the more freely, seeing that it is needful to remark *in limine* on a misapprehension of your own—that is, as applied to the particular Bill before the House—which the young Under-Secretary rather cleverly turned to account so as to throw the House still more off its guard than it was before. You desired to be informed whether the Bill had been submitted to the Governor-General in Council, and whether His Excellency had approved it. To this query Lord George Hamilton promptly replied, and with an eagerness which is very significant to those who know the history of this measure. It is too true that the Government of India (Lord Northbrook is only a casual link in the chain) has for several years past been lying in wait to grasp certain powers and immunities which this Bill, if it becomes an Act, will give to that impersonal but perpetual entity, the Viceroy's Executive Council. Lord George was imprudently frank when he averred that the authorities here "wished to make the Bill much stronger," but the ominous remark appears to have been lost on the few belated members present. This might be excusable—the special sinister object of the Bill having been so carefully kept in the back ground—though Sir George Campbell's blatant confession of contempt for law and the judicature ought to have waked up some other of his hearers besides yourself. But this instance is a striking one as showing the impunity with which, especially as regards India, violence may be done to the constitution, and the gravest political recalcitrancy may triumph, not only in spite of, but by means of, Parliamentary forms.

Mr. Farley Leith did well to attack the salient point of the Bill, that provision which avowedly muzzles the Judges of our High Courts, and thereby enables the Executive Government of India to snap its fingers at the High Court of Parliament, and assume a prerogative which the Crown itself cannot claim. Possibly, Mr. Leith himself is not fully aware of the sweeping and pernicious consequence that will follow from the legislation of the clause which he justly opposed; or, it may be, that restraints of professional etiquette prevented him from using as a senator the knowledge regarding the secret and real history of the Bill, which, in his capacity as counsel and jurist, he can scarcely have failed to obtain. Mr. Beckett Denison addressed himself manfully to what he regards as the mistaken policy disclosed in the avowed purposes of the Bill which occupy four-fifths of its surface. But the Member for Yorkshire did not appear to have the least inkling of the menaces against the constitution which are cunningly embedded amidst the verbiage of the clauses towards the end of the Bill. It is a common error for the House of Commons to treat Indian questions too much from an English point of view; but British rights and constitutional safeguards have not seldom been assailed from the outposts of the Empire. In the present case, it will be a very grave error if English politicians, overlooking the designs so skilfully disguised in this innocent looking Legislation Bill, should pass it by as merely an Indian affair, which may be safely left for the Secretary of State to settle with the score or so of members in either House, who bestow some continuous attention on Indian and its political interests.

In course of the debate you remarked very properly on the slovenly and (as towards Parliament) contemptuous course taken in bringing the Bill forward for second reading in a thin House after midnight, and "without one word of explanation." By this time you are probably aware that there were good reasons for proceeding in the small hours of the morning, and for the absence of explanation. You said the history of the Bill seemed to be "somewhat curious;" but it is only the smallest possible portion of its history that is known to the House, while the genesis and growth of the measure afford materials for a story ten times more "curious" than you then imagined. There are two objects which the executive rulers of India in view in forcing the Secretary of State to pass some such measure as this :—

1. One of these is the obvious and too manifest desire of executive officers in India—more specially those whose career has been chiefly concerned in the collection of revenue—to deny the authority of Courts of law and to subordinate the law itself to whatever happens to be their own idea of what is convenient to the department of public service in which they are immediately interested. And when you remember that our only effective law-makers themselves in India are executive officers—the non-official members of our Legislative Councils being always in a minority, and independence at a discount amongst them -you will see what a wide breach is made in the whole fabric and principle of law by the clauses of this Bill, which forbid the Courts, even the highest of our Judges, from resisting and disallowing pretensions or claims set up under any Indian Act, which they may consider to be invalid *perse*, at variance with constitutional law as settled by Parliament, or derogatory to the rightful prerogative of the Crown.

In a communication of this kind, it is only possible for me to speak in these general terms; but you will find, on searching into the carefully obscured but remarkable history of this *projet du loi*, that every word I have written is applicable. Indeed, you will observe that Sir George Campbell's absurd phrase "executive legislature"—which hybrid entity he, with characteristic bluntness, demanded should be "supreme"—sufficiently indicates the grave significance of what I have alleged in regard to the Bill now being forced through Parliament by dint of the tactic *suppressio veri*. As to the quondam Lieutenant-Governor of Bengal, Indian politicians owe him a debt of gratitude, which nothing but his own perversity can cancel. He shewed high moral courage in being the first ruler of Bengal to make a stand against the all but overwhelming zemindary interests of Bengal, and in making a beginning in that truly benighted presidency in the work of popular primary education. In both these respects, Sir Richard Temple is now backsliding as rapidly as possible. Sir George Campbell has himself been a Judge of the Bengal High Court, as well as a Member of the Supreme Government; but for all that, in his dislike for law when it thwarts his own service prejudices, and in his antipathy to constitutional restraint, he offers a typical example of the class of energetic, but hard, narrow Indian civilian, each of whom would like, as he said, to be a "Great Mogul,' in his own district or presidency. You had Sir George on the hip in reminding him that if British Indian rule does not proceed on an infinitely higher principle than that of the Kings of Delhi, we had better give up at once; but you did not seem to be at all adequately aware that the measure which Sir George Campbell and the Government of India wished to have made stronger, *i. e.*, more law-defying, is an example *in excelsis* of that crave for absolute, autocratic, and irresponsible power which is creeping over Indian officialdom, both at Westminister and in India; and which needs to be sternly confronted and firmly resisted. The very day after I write this, one of these would-be "Great Moghuls" is likely to pass through the "executive legislature" (Sir George Campbell's phrase—not mine) at Calcutta, a Bill which is to shut out of the Civil Courts of the Bombay presidency all land holders and ryots who may wish, as under-existing and ancient regulations, to bring suits against Government in respect of their holding and assessments. This is a digression, but it may serve to remind you, and through you, other independent members of Parliament, of what a rapidly downward course the Indian Executive has entered on in a political sense. The "Bombay Revenue Jurisdiction Bill" just referred to, only applies to that presidency; but the Indian Legislation Bill is a "supreme" instance of the retrogression to which the Government of India and the Secretary of State are committed. Lord Northbrook and the Hon. Mr. Hobhouse, our Law member, listlessly looking on, or feebly apologising the while.

2. As to the occult and sinister object which the muzzling of our High Court Judges by the Indian Legislation Bill is intended to effect, I can only briefly allude; but it is in this direction that the gravest peril lies, and the deepest interest awaits on investigation. Lord George Hamilton must have laughed in his sleeve as he told you that the measure had been under consideration four or five years. Of course he meant its hidden kernel, not the mere shell of wordy clauses, which give the Secretary of State power to disallow a single clause in an Indian Act without vetoing the whole measure. The Under-Secretary evidently knows this much, that the India Executive, more especially in its Foreign Department, has moved heaven and earth, learned counsel, Secretary of State, and the Judicial Committee of Privy Council included, in order to obtain for itself the special and pernicious power which the High Court of Bombay forbade it exercising, but which, now that the Judges are to be silenced by this Bill, the Government of India can put forth without let or hindrance. What is this power the Parliament of England is unwittingly about to hand over to the secret and irresponsible Cabinet known as the Viceroy or Governor-General "in Council" ? If these were days when members of Parliament troubled their minds with questions of constitutional law, the reply to this question would suffice to blow the Indian Legislation Bill to Berlin, St. Petersburgh, or other congenial latitude. The answer is this : the power or usurpation, in the exercise of which the Indian Government was checked by two well-advised Judges, was that of transferring terri-tory and the allegiance of British subjects to a (native) Foreign State. In writing to you, it is not needful to explain that this power is one which the Queen herself cannot exercise except in pursuance of her prerogative to settle affairs after war and under treaty of peace, the making of which in each case should be under express authority derived from the High Court of Parliament. The Government of India, and, subject to it, the Presidency Governors, have sought to set aside, in their own behalf, all the constitutional regulations and restraints implied in the above proposition. The High Court of the Bombay Presidency said that this was usurpation, and could not be acknowledged in any way by H. M.'s Judicature; besides, the Court pointed out that, this being so, it was Autile and *ultra vires* for the Viceroy's Legislative Council to pass "an Act" purporting to legalise such usurpation of authority, and the exercise of a prerogative, which pertains only to the Crown acting in conjunction with all the estates of the realm.

There is the case, and I cannot here enlarge upon it. It is somewhat startling to find Parliament in danger of being inveigled into a flagrant breach of the constitution under the plea of passing a Bill to facilitate the ordinary work of Indian Legislation, but members of the House who affect to think for themselves, cannot be exonerated from the reproach of negligence in having allowed such a very long march to be stolen upon them, as was palpably the case on the night of February 17th. Of those who were at last firm enough to oppose the Bill, not one was aware of half the evil and mischievous designs of which this measure is the plea. It is true that those designs have been carefully kept in the back ground, and disguised; but members are so far without excuse, in that a full exposure of the scheme appeared in England, so long since as last September, in a certain high class weekly journal -to which I will presently try to give you more special reference. You will find that the controversy, which must arise when the scope of the India Government's furtively pursued design shall be fully unmasked, is one replete with historical and juridical interest. It may here be mentioned that the same weekly paper, already referred to, and, perhaps others, contained, about the middle of January, an article in which the "Bombay Revenue Jurisdiction Bill," and the autocratic tendency of which it is an illustration, were explained down to the capacity of the most commonplace English politician; but I have not seen that this *quasi* appeal against the "Executive Legislature," which sits at Simla or Calcutta, as the case may be, has elicited any response at home. True, the latter named Bill in question is not before Parliament, nor likely to come before the House; but this measure is or should be sufficiently notorious by reason of its having been condemned generally by the Anglo-Indian press; and it is discouraging to independent politicians here to find that never, until too late, do they get a helping hand from England.

Now that I have indicated in what direction the true character of the Indian Legislation Bill is to be traced, my immediate duty is performed. The objection raised by yourself, *in limine*, to the effect that India is governed "too much by telegraph from Whitehall," though, beside the mark in respect of the Bill before the House, raises questions of considerable practical importance, that ought to have attention; but these relate to administration—not to legislative and political policy, of which Parliament should itself keep hold.

As to the simple and avowed object of the Bill, that has generally been accepted here as proper and reasonable though there is a good deal of force in the objection urged, by Mr. Beckett Denison, to wit, that the Secretary of State in Council will think many more times over disallowing a whole act, than he would over blotting out a single clause. Probably, all serious abuse, of the function would be avoided if it were made law, that every such disallowance should be reported to Parliament when sitting, and, if not, published in the *London Gazette*. It is secrecy and want of prompt publicity that is the bane of Indian rule and administration, high and low. The underground history of this "Indian Legislation Bill" furnishes peculiar and striking proof of this proposition, and, it is high time that Parliament should vindicate its self-respect, and refuse to be kept in the dark so much about Indian affairs.

☞ *Printed and published by C. N. Roy No. 2, Ananda Chatteree's Lane, Bagbazar, Calcutta.*

যে যে ধারার প্রতি লীগ আপত্তি উত্থাপন করেন তাহার অধিকাংশ লেফটনেন্ট গবর্ণর ইহাদের ইচ্ছা মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। কলিকাতাবাসীগণ এখন একটি অমূল্য স্বত্ব প্রাপ্ত হইলেন। যদি এই স্বত্বের সদ্ব্যবহার তাহারা করেন তাহা হইলে কালে তাহারা দেশের অশেষ মঙ্গল করিতে পারিবেন।

লীগের নিমন্ত্রণ অনুসারে ন্যাশন্যল থিয়েটার গৃহে গত শনিবারে একটি বৃহৎ সভার অধিবেশন হয়। সভায় প্রায় তিন সহস্র লোক উপস্থিত হন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আশোসিয়েশনের কয়েক জন প্রধান সভ্য ভিন্ন এখানে কলিকাতার যাবতীয় সম্ভ্রান্ত লোক প্রায় উপস্থিত হইয়া ছিলেন। কয়েক জন ইংরাজও আসিয়া ছিলেন। ওয়াইল্যান সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার কার্য্য অতি সুচারুপূর্ব্বক হইয়াছিল। লীগের আহুত সভার কথা শুনিয়া বোম্বাইবাসীরা পর্য্যন্ত উত্তেজিত হন এই সভা সাদে বোম্বাইয়ের প্রধান ২ লোকে লীগের সেক্রেটারির নিকট তারে সম্বাদ প্রেরণ করেন। সে দিবস প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বিল সম্বন্ধে সম্ভ্রান্ত লোক যেরূপ প্রবল আপত্তি প্রদর্শন করেন, তাহাতে বোধ হয় গবর্ণর জেনারেল ইহা বিধিবদ্ধ করিতে পারিতেছেন না। লীগের দ্বারা উৎসাহ হইয়া বোম্বাইবাসীরাও এই আইনের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছেন। আবার পারলিয়ামেন্টেও এই আইন লইয়া ভারি গোলযোগ উপস্থিত। পার্লিয়েমন্টে সমুদয় আইনের তর্ক উপস্থিত হয় নাই, একটি ধারা লইয়া তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। সকলে জানেন ষ্টি ফন সাহেব নিয়ম করেন যে, ফৌজদারী আসামী নিষ্কৃতি পাইলেও হাইকোর্টে আপিল করিয়া গবর্ণমেন্ট আবার তাহাকে রাজবিচারে উপস্থিত করিতে পারিবেন। এই ভয়ানক নিয়ম দেখিয়া পার্লিয়েমেন্টের সভ্যেরা অবাক হইয়াছেন। যদি ঈশ্বর ইচ্ছায় কলিকাতাবাসীদিগের উদ্যোগে প্রেসিডেন্সী বিলটি বিধিবদ্ধ না হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ নগরবাসীগণ রক্ষা পাইবেন না, এই সুযোগে সমুদয় ভারতবর্ষবাসীগণ একটি কঠোর আইনের হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন।

মহারাণীর "এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া" উপাধি গ্রহণ সম্বন্ধে হাউস অব কমন্সে যে বিল উপস্থিত হইয়া ছিল তাহা তথা হইতে হাউস অব লর্ডসে প্রেরিত হইয়াছে হাউস অব কমন্সের সভ্যদিগের মধ্যে অনেকে ইহার পোষকতা করিয়া মত প্রদান করিয়াছেন। হাউস অব লর্ডস যদি ইহার প্রতি কোন রূপ আপত্তি না করেন তাহা হইলে মহারাণী বিক্টরিয়া "এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া" উপাধি গ্রহণ করিবেন। ইংলণ্ডবাসীদিগের আশঙ্কা হয় পাছে তিনি "এম্প্রেস অব ইংলণ্ড" উপাধি গ্রহণ করেন। ইংরাজদিগের ভয় হয় তিনি "এম্প্রেস অব ইংলণ্ড" উপাধি গ্রহণ করিলে পাছে গবর্ণমেন্ট স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন। ইংরাজেরা এই নিমিত্ত ইহার প্রতি আপত্তি উত্থাপন করেন। মন্ত্রিবর ডিসরেলি লোকের এই আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত বলেন যে, মহারাণীর এখন "কুইন অব ইংলণ্ড যে উপাধি আছে তাহার পরিবর্ত্তন হইবে না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কেবল "এম্প্রেস" উপাধি তিনি গ্রহণ করিবেন। কোম্পানির হস্ত হইতে এ রাজ্য মহারাণীর হস্তে গেলে আমাদের অবস্থার কোন রূপ পরিবর্ত্তন হয় না, প্রত্যুত অনেকের বিবেচনায় আমরা কোম্পানির রাজ্যকালে এখন অপেক্ষা সুখে ছিলাম। মহারাণীর এখন "এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া" উপাধি গ্রহণ করায় আমাদের সঙ্গে তাঁহার আরো নৈকট্য সম্পর্ক হইল। আমরা ভরসা করি তিনি এখন আমাদের সুখ শান্তি স্বার্থপর ইংরাজ পুরুষদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেন না।

মেডিকেল কালেজের বিস্তর ছাত্র এ বৎসর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দ্বিতীয় এম বি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে রামারমণ ঘোষ উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে নগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য এবং গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রথম এম বি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে ক্ষীরদ চন্দ্র সাধুখা, অমর চান্দ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস গুপ্ত, সৈয়েদ হসেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী রাজেন্দ্র লাল দে বিপিন বিহারি মৈত্র উপেন্দ্র নাথ মিত্র, কানাই লাল শীল উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রথম এল এম এস পরীক্ষায় কেদার নাথ বসু, নিত্যানন্দন চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্র নাথ দে, কানাই লাল মিত্র, হরিদাস মিত্র, অন্নদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার পাইন, অখিল লাল পাল, বনমালি পাল উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রথম এল, এম, এস পরীক্ষায় ৭০ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আমরা "যৌবন যোগিনী" নামক এক খানি নাটক উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা। সাধারণতঃ আমরা যে সকল নাটক দেখিয়া থাকি তাহা অপেক্ষা ইহা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। নাটকখানির নামটি যেমন মিষ্ট, ইহা পাঠ করিয়াও আমরা সেইরূপ তৃপ্তি লাভ করিলাম।

মহারাণী বিকটরিয়া জার্ম্মেনি গমন করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

লর্ড লিটনের ছবি।

নূতন গবর্ণর জেনারেলের অতি উৎকৃষ্ট লিথোগ্রাফ ছবি আমার নিকট বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। মূল্য ।০ আনা।

৩৩৬, চিতপুর রোড কলিকাতা।

শ্রীদ্বারিকা নাথ রায়।

হাইকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সেরিফসেল।

এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৭৪ এক হাজার আট শত চুয়াত্তর সালের ২৭৭ দুই শত সাতাত্তর নম্বরীয় মকদ্দমা যাহাতে জমীদার শশি ভূষণ মুখোপাধ্যায় বাদী এবং জমিদারগণ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় ও রাম লাল মুখোপাধ্যায় প্রতিবাদী, এই মোকদ্দমার ডিক্রি প্রাপ্ত হইয়া ১৮৭৫ এক হাজার আট শত পঁচাত্তর সালের ১০ দশই ডিশেম্বর তারিখে খরচা বাবদ আদালত হইতে যে সার্টিফিকেট গৃহীত হয় তদনুসারে ৬২১৭৷৶ ছয় হাজার দুই শত সতের টাকা সাত আনা পাওয়ানা এবং উক্ত ১৮৭৫ এক হাজার আট শত পঁচাত্তর সালের ১০ দশই ডিসেম্বর হইতে টাকা আদায়ের তারিখ পর্য্যন্ত উহার সুদ শতকরা বার্ষিক ৬ টাকা হিসাবে পাওয়ানা। এতদ্ভিন্ন ১৮৭৫ এক হাজার আট শত পঁচাত্তর সালের ১৭ই আগষ্ট তারিখে খরচার বাবদ আদালত হইতে আর এক সার্টিফিকেট পাওয়া যায়, তদনুসারে ১৩৩৵ এক শত তেত্রিশ টাকা এক আনা পাওয়ানা এবং ১৮৭৫ এক হাজার আট শত পঁচাত্তর সালের ১৭ই আগষ্ট হইতে টাকা আদায়ের তারিখ পর্য্যন্ত ইহার সুদ শতকরা ছয় টাকা হিসাবে পাওয়ানা। এতদ্ভিন্ন ক্রোক করিবার খরচা, তৎসেওয়ায় অন্যান্য খরচা, সেরিফ আফিসের পাউণ্ড পরিবর্ত্তনের খরচা, অপরাপর ব্যয় ইত্যাদি।

এই মকর্দ্দমা সম্বন্ধে সুবে বাঙ্গলার অন্তঃপাতী ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের অধীনস্থ হাইকোর্ট নামক প্রধানতম বিচারালয়ের অর্ডিনারি অরিজিনাল সিবিল জুরিসডিকসন নামক আদিম হকিয়ত দেওয়ানী সেরেস্তা হইতে সন ১৮৭৬ এক হাজার আট শত ছেয়াত্তর সালের ১৫ই ফেব্রুয়ার তারিখে যে ডিক্রি অর্থাৎ চুড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতা অনুসারে মহানগর কলিকাতার সরিফ সাহেব আগামী ৩০শে মার্চ্চ বৃহস্পতি বার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় বাদী শশি ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের তভীয় অংশ স্বত্ব এবং নিম্ন লিখিত ভূমি সম্পত্তি সকল হাইকোর্ট নামক ভবনে তাঁহার কার্য্যালয়ে সেল রূম নামক গৃহে পাবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নিলাম দ্বারা বিক্রয় করিবেন।

১।——মহা নগর কলিকাতার অন্তঃপাতী যোড়াসাঁকোর অন্তর্গত বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীটে যে দেয়তী ভূমি খণ্ড আছে যাহার পরিমাণ ফল অনুমান পাঁচ বিঘা সমেত তদুপরিস্থিত তিনটি দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ, এবং এতদ্ভিন্ন মহা নগর কলিকাতার অন্তঃপাতী বলরাম দের ষ্ট্রীটে যে তিনটী ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ আছে যাহার নম্বর ১,২৬৩।

২।——এতদ্ভিন্ন মহা নগর কলিকাতার অন্তঃপাতী যোড়াসাঁকোর অন্তর্গত শিব কৃষ্ণ দাঁর গলিতে যে ইষ্টকময় ত্রিতল বসত বাটী আছে এবং যাহার নম্বর ৬, সমেত ভূমিখণ্ড যাহার উপর উক্ত ইষ্টকময় গৃহ প্রস্তুত ও নির্ম্মিত হইয়াছে এবং যাহার পরিমাণ ফল কম বেশ দশ কাটা।

৩।——এতদ্ভিন্ন মহা নগর কলিকাতার অন্তঃপাতী যোড়াসাঁকোর অন্তর্গত শিব কৃষ্ণ দাঁর লেনে যে ইষ্টক নির্ম্মিত ত্রিতল বসত বাটী আছে এবং যাহার নম্বর ৩, সমেত ভূমি খণ্ড যাহার উপর উক্ত গৃহ প্রস্তুত ও নির্ম্মিত হইয়াছে এবং যাহার পরিমাণ ফল কম বেশ পাঁচ কাটা।

বিক্রয়ের আর আর বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা হইলে কলিকাতার সরিফ সেল আফিসের দপ্তর খানায় অন্বেষণ করিতে হইবে।

কলিকাতা — J. R. Bullen
২৪ শে ফেব্রুয়ারী। — Sheriff
১৮৭৬ সাল — জে, আর, বুলেন সেরিফ।

সংবাদ

—কোন বারিষ্টার ফি লইয়া যদি মকদ্দমায় উপস্থিত না হন তাহা হইলে তাহার এই ফি মক্কেলকে ফেরত দিতে হইবে। বোম্বাইয়ের চিফ জষ্টিশ এই রূপ সাব্যস্ত করিয়াছেন।

—বাঙ্গালোর স্পেক্‌টেটর লিখিয়াছেন যে, ইতি মধ্যে রুশিয়ার সঙ্গে কাবুলের আমিরের একটী যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধে রুসিয়ার পরাজয় হইয়াছে। যদি রুশিয়রা আমিরকে পরাভব করিয়া কাবুলে প্রবেশ করে তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের বিপদ সম্ভাবনা। আবার যদি আমীর রুশিয়দিগকে পরাভব করেন তাহা হইলেও যে কোন আশঙ্কার বিষয় নাই, আমরা তাহা বলিতে পারি না। এ দেশীয়েরা কেহ কাবুলে কখন গমন করেন নাই, কিন্তু প্রতি বৎসর শীতকালে কাবুলবাসীরা এ দেশে আগমন করিয়া থাকে এবং তাহাদের প্রমুখাৎ যেরূপ শুনা যায় তাহাতে তাহারা রুশিয়কে ইংরাজ অপেক্ষা যোদ্ধা ও বলবান বলিয়া জ্ঞান করে। যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়া যদি কোন প্রবল শত্রুকে পরাভব করা যায়, তাহা হইলে ভিন্ন দেশ অধিকার করিবার স্পৃহা বলবতী হয়। কাবুলীরা যদি রুশিয়াদিগকে পরাজয় করে তাহা হইলে তাহাদের এই রূপ জয়ের ইচ্ছা হইবার সম্ভাবনা এবং এরূপ ইচ্ছা হইলে তাহাদের ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টি পড়িবে।

—ইংলিশম্যান শুনিয়াছেন যে, লেফটেনেণ্ট গবর্ণর এক জন অচিহ্নিত কর্ম্মচারীকে তাঁহার অধীনে আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরির পদে নিযুক্ত করিবেন। আমাদের বিশ্বাস আছে যে, সার রিচার্ড টেম্পল এই পদে এ দেশীয় কোন যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন। আমরা ভরসা করি তিনি আমাদিগকে নৈরাশ করিবেন না।

—এ দেশে বর কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে কেহ কাহাকে দর্শন করে না। উভয় পক্ষের কর্ত্তারা বর কন্যা দেখিয়া বিবাহ সাব্যস্ত করেন। ইংরাজ এবং অন্যান্য সভ্য জাতিগণ এই প্রথাকে জঘন্য বলিয়া বর্ণন করেন। এ দেশীয় সুশিক্ষিত অনেক ব্যক্তিরও এই মত, কিন্তু আমেরিকায় সংপ্রতি একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে যাহাতে বর কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে কেহ কাহাকে দর্শন করেন না, অথবা এ দেশের ন্যায় তাহাদের আত্মীয় স্বজনও কেহ কাহাকে দর্শন করেন না। তাহারা টেলিগ্রাফ দ্বারা পরস্পরে বিবাহের কথা সাব্যস্ত করেন এবং বিবাহও তারে হইয়া গিয়াছে।

—লর্ড নর্থব্রুক টেনাসারিম নামক জাহাজে ইংলণ্ডে গমন করিবেন। ৭ই এপ্রেল তারিখে এই জাহাজ তাঁহাকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইবে।

—কিছু দিন হইল আমরা ডেলিনিউসে পাঠ করি যে, ঢাকাতে একটী স্ত্রীলোক ৩০ মাসে একটী সন্তান প্রসব করিয়াছে। সন্তানটী অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার এবং যখন ভূমিষ্ট হয় তখন তাহার দাঁত উঠিয়াছে। সম্প্রতি আর এক জন আমাদিগকে এক পত্র লিখিয়াছেন যে, একটী স্ত্রীলোক প্রথমে একটী মৃত সন্তান প্রসব করেন। এই প্রসবের ছয় মাস পরে আর একটী জীবিত সন্তান প্রসব করিয়াছেন। পত্র প্রেরক স্বয়ং ইহা দেখিয়া আমাদিগকে এই সম্বাদটী প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি অনেক স্ত্রীলোক এগারো বারো মাসে প্রসব করিয়াছে।

—রুশিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবেন বলিয়া ইংলণ্ডকে এ পর্য্যন্ত ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহারা একটী কার্য্য করিয়াছেন যাহাতে ইংরেজদের মর্ম্মান্তিক হইয়াছে। রুশিয়রা ইংলণ্ডে এক রূপ মদ বাণিজ্যার্থে প্রেরণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডে যে সমুদয় মদ প্রস্তুত হয় তাহা অপেক্ষা অনেক সুলভ মূল্যে রুশিয় বণিকেরা এই মদ বিক্রয় করিতেছেন, সুতরাং ইংলণ্ডবাসীদের ভয় হইয়াছে পাছে রুসিয়রা আসিয়া তাহাদের দেশ জাত মদের ব্যবসায়টী নষ্ট করে। ইংলণ্ডবাসীরা এখন বুঝিতেছেন যে, বিদেশীয়েরা উপস্থিত হইয়া স্বদেশ জাত বাণিজ্য ধ্বংশ করিলে উহা কি রূপ মর্ম্মান্তিক হয়। ইংলণ্ডের এই বিপদ দেখিয়া আমরা মর্ম্ম দেখিতেছি না, কিন্তু আমরা বোধ করি এবার ইংরাজেরা বুঝিবেন যে, তাহারা ম্যাঞ্চেষ্টর হইতে বস্ত্র ও লিবরপুল হইতে লবণ প্রেরণ করিয়া আমাদের কত ক্ষতি করেন। যদি রুশিয় বণিকেরা সুলভ মূল্যে মদ বিক্রয় করিয়া ইংলণ্ডের স্বদেশ জাত সুরার ব্যবসায়টি ধ্বংশ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহারা যে রূপ মন কষ্ট পাইবেন তাহাদের একটি রাজ্য গেলেও সে রূপ কষ্ট হইবে না। এ দেশীয়েরা যদি কোন কালে যত্ন পূর্ব্বক ম্যাঞ্চেষ্টর ও লিবারপুলবাসীদিগকে বিতাড়িত করেতে পারেন তাহা হইলে ইংরাজদিগের মধ্যে অনেকে কষ্টে প্রাণ ত্যাগ করিবেন।

—ইংলণ্ডে কোর্ট নিউসম্যান নামক এক খানি সম্বাদ পত্র আছে। উহার সম্বাদ স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ২১শে ফেব্রুয়ারি লর্ড লিটন মহারাণী বিকটরিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মহারাণী লর্ডকে মিশোর দেশের গবর্ণর জেনারেলের পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন তন্নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার অভিপ্রায় তিনি মহারাণীর হস্ত চুম্বন করেন। সকলেই অবগত আছেন যে, লর্ড লিটন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন, কিন্তু উপরিউক্ত সম্বাদ পত্র ভ্রম ক্রমে ভারতবর্ষ না লিখিয়া মিশোর লিখিয়া ফেলেন এবং এই সম্বাদ পত্র হইতে আবার নানা সম্বাদ পত্র তাঁহার মিশোরে গবর্ণর জেনারেল পদে নিযুক্ত হইবার সম্বাদ প্রকাশ করেন। ইহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক এই ভ্রমটী করেন না। ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকে অবগত নন যে, ভারতবর্ষ পৃথিবীর কোন স্থানে। অনেকের বিশ্বাস ইহা আমেরিকার মধ্যে এবং ভারতবর্ষবাসীরা অসভ্য আফ্রিকা বাসীদিগের ন্যায় ঘোর অসভ্য। ইংলণ্ড আমাদের সকল আশার স্থল এবং ইংলণ্ডবাসীদিগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় জ্ঞান এত অল্প। সুতরাং আমাদের যে কখন কোন মঙ্গল হইবে সে আশা আমরা করি না। যুবরাজের ভারতবর্ষ দর্শন উপলক্ষে হয় ত এবার অনেকে ভারতবর্ষের নাম শুনিয়াছেন, কিন্তু যুবরাজের ভারতবর্ষ দর্শনের সম্বাদটি লোকে চিরকাল সমান আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিবে না। এ সম্বাদটী ক্রমে যেরূপ পুরাতন হইবে লোকে ভারতবর্ষকে তেমনি বিস্মৃত হইবে। যত দিন ইংলণ্ডবাসীদিগের সঙ্গে আমাদের রাজ্য শাসন ভিন্ন আর কোন ঘনিষ্ট সম্পর্ক না হইতেছে, তত দিন ইংলণ্ডের লোকেরা আমাদের হিতাহিতের প্রতি তাদৃক মনোযোগী হইবেন না। আমরা ভারতবর্ষবাসী এবং ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের প্রায় এক অংশ, অথচ ইংলণ্ডবাসীরা চিন, জাপান প্রভৃতি দেশের লোককে বোধ হয় আমাদের অপেক্ষা ভালরূপ চিনেন।

—মে লেজি নামক এক জন ইঞ্জিনিয়ার আমেরিকায় একটী অপূর্ব্ব সেতু প্রস্তুত করিতে প্রবর্ত্ত হইতেছেন। এই সেতুর উপর একটী রেলওয়ে গমন করিবে, একটী ট্রামওয়ে গমন করিবে এবং এক পার্শ্ব দিয়া গো ও অশ্ব শকট গমনাগমন করিবে। তদ্ভিন্ন মনুষ্যের গতায়াতের নিমিত্ত একটি পথ থাকিবে। এই সেতুটী প্রায় তিন মাইল লম্বা হইবে। ৫০০ কি ৬০০ ফিট এক একটী খিলানের মাপ হইবে। যখন নদী পরিপূর্ণ থাকিবে তখন জল হইতে সেতুটি ১৩০ ফিট উচ্চ হইবে। এই সেতুটি প্রস্তুত করিতে ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে এবং তিন বৎসরে ইহা প্রস্তুত হইবে।

—চিন সম্রাট পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এ দেশের ন্যায় চিনে পঞ্চম বর্ষে বিদ্যাভ্যাস করা বিধেয়। সম্রাট কোন্ দিন হাতে খড়ি দিবেন ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত চিন গেজেটে জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগের উপর আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কোন কর্ম্মচারীর প্রতি সম্রাটের পুস্তক যোগাইবার, এবং কোন কর্ম্মচারির প্রতি শিক্ষা দিবার এবং কাহারো প্রতি সদুপদেশ প্রদানের নিমিত্ত আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে। এরূপ আজ্ঞাও দেওয়া হইয়াছে যে, সম্রাট যাহাতে স্বদেশীয় লেখ পড়া শিক্ষা করেন, মঙ্গলীয়দিগের ভাষা শিক্ষা করেন, অশ্বারোহণ, ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি বিদ্যায় সুশিক্ষিত হন তাহার প্রতি যেন কোন রূপ ত্রুটি না হয়। সম্রাটের সঙ্গে২ তাহার সম বয়স্ক আর একটি বালকও এই রূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। সম্রাটের কোন ত্রুটি হইলে এই বালককে উপলক্ষ করিয়া তাহাকে শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত ইহাকে নিযুক্ত করা হইবে। সম্রাট পাঠের প্রতি অমনোযোগ দিলে শিক্ষক এই বালককে শাস্তি দিবেন। সম্রাট ইহ দ্বারা কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি মনোযোগী হইবেন।

—অদ্য কয়েক বৎসর অবধি দস্যুরা হরকরাদিগের নিকট হইতে ডাক অপহরণ ও লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ইহা নিবারণের নিমিত্ত অনেক রূপ যত্ন করিতেছেন, কিন্তু কোন রূপে ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। সম্প্রতি গাজিপুর হইতে আজিমগড় ডাক যাইতে ছিল। এক দল দস্যু ইহা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে।

—ভারতবর্ষে নানা সাহেবের ধৃত হওয়ার জনরব এবং চীন দেশে মারগারি সাহেবের হত্যাকারীর ধৃত হওয়ার সম্বাদ যে কতবার উঠিল এবং কত ব্যক্তি যে এই অপরাধে দণ্ডগ্রস্ত হইল বলা যায় না। সম্প্রতি আবার সম্বাদ আসিয়াছে যে, মারগারি সাহেবের হত্যাকারী লিসিটাই ধর পড়িয়াছে।

—ডাক্তার নরম্যান চিবার্স ৩১শে মার্চ তারিখে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করিবেন। তিনি বৎসর ৪৫৬০ টাকা পেনসন পাইবেন।

—১১ই এপ্রিলে জষ্টিস ফিয়ার বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন। জষ্টিস ফিয়ারের ন্যায় বিচক্ষণ বিচারপাত হাইকোর্টে আছেন কি না সন্দেহ।

—আমরা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম যে, গবর্ণর জেনারেল বাবু দুর্গা নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছেন। বাবু দুর্গা নারায়ণের জ্যেষ্ঠ বাবু সূর্য্য নারায়ণ ইহার পূর্ব্বে এই উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহারা দুই ভ্রাতাই উপযুক্ত লোক এবং ইহারা পোষ্টাল বিভাগের বিস্তর উন্নতি করিয়াছেন।

—যদি রুশিয়া ও চিন দুই দিকে ক্রমে প্রবল হইয়া না উঠিত তাহা হইলে ইংলণ্ড এত দিন ব্রহ্ম রাজার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইতেন। সম্প্রতি রাঙ্গুনের এক জন আসিষ্টেণ্ট কমিশনার ডিলহাট নামক একটী সমুদ্রের কূল পর্য্যাবেক্ষণ করিতে গমন করেন। গমন করিয়া দেখেন যে সে স্থানে সাবান প্রস্তুত হওয়ার উপযোগী মৃত্তিকার একটী বৃহৎ খনি রহিয়াছে। এ খনিটী সম্প্রতি ব্রহ্ম দেশের রাজার অধিকারে রহিয়াছে। আসিষ্টেণ্ট কমিশনারের তদারকে তিনি দেখিলেন যে এটী প্রকৃত ব্রিটীশ অধিকারের মধ্যে। রাজা অন্যায় পূর্ব্বক ইহা অধিকার করিতেছেন। তিনি এই বিষয় গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন। গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্ম রাজার নিকট এই খনি প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত লিখেন। ব্রহ্ম দেশের রাজা গবর্ণমেণ্টের কথা গ্রাহ্য করেন নাই। প্রকৃত যদি এই খনিটী লাভ জনক হয় তবে গবর্ণমেণ্ট ইহা সহজে ছাড়িবেন না। ব্রহ্ম রাজা ইংরাজদিগের অধিকারস্থ নহেন যে, গবর্ণমণ্ট আইন জারি করিয়া সুসঙ্গ দুর্গাপুরের রাজাকে যেরূপ গারোপর্ব্বত হইতে বঞ্চিত করিলেন অথবা অযোধ্যার যে রূপ অরাজকতা হইতেছে ভাণ করিয়া উহা অধিকার করেন ইহাওসেইরূপ সহজে অধিকার করিতে পারিবেন। যদি ভয় মৈত্র দেখাইয়া ব্রহ্মরাজাকে ইহা পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারেন তাহার পক্ষে কি শেষ যত্ন করিবেন। সে যত্ন যদি সফল না হয় এবং লোভ যদি প্রবল হয় তাহা হইলে কাজেই গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইবে।

—মধ্য ভারতবর্ষে যে সমুদয় স্বাধীন রাজা আছেন তাহাদের রাজ্যের পরিমাণ ফল ৮৪ হাজার বর্গ মাইল হইবে, অর্থাৎ ইংলণ্ড, স্কটলাণ্ড এবং ওয়েলস একত্রিত করিলে যত বড় হইবে ইহার আয়তন তত বড়। এই রাজ্যের অধিবাসীর সংখ্যা ৪০ লক্ষ হইবে এবং ইহাতে প্রায় ৪ ক্রোর টাকা বৎসর রাজস্ব আদায় হয়। মধ্য ভারতবর্ষের মধ্যে সিন্ধিয়া ও হলকার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সিন্ধিয়া রাজ্য প্রায় আয়ারলণ্ডের ন্যায় বৃহৎ। ইহার রাজস্ব এক কোটী টাকার অধিক হইবে এবং অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২১ লক্ষ হইবে। ইহাঁর ঋণ নাই। বিস্তর অর্থ সঞ্চয় আছে। যে আয় হয়, বৎসর বৎসর তাহার তিন ভাগের এক ভাগ সঞ্চয় হয়।

—এবার হরিদ্বারে অপূর্ব্ব মেলা হইয়া ছিল। তথাকার মেলায় বিস্তর অশ্বের আমদানি হয়। এখানে যে সমুদয় অশ্ব উপস্থিত হয় গবর্ণমেণ্ট তাহার পরীক্ষা করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্বাধিকারীদিগকে পুরস্কার প্রদান করেন। এ বৎসর গবর্ণমেণ্ট এখানে ৫ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। আমরা ইতি পূর্ব্বে মেলা শীর্ষক একটী প্রস্তাব লিখিয়া ছিলাম। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি গবর্ণমেণ্ট স্থানে২ মেলার সৃষ্টি করেন তাহা হইলে তাহাদেরও ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে না এবং দেশেরও অশেষ মঙ্গল হইবে। এখন এ দেশে যে সমুদয় কারুকার্য্য ও বাণিজ্য ব্যবসায় প্রচলিত আছে, তাহ যদি রক্ষিত হয় তাহা হইলেও দেশের বিস্তর উপকার হইবার সম্ভাবনা। বাঙ্গলার জমিদারেরা যদি একত্রিত হইয়া মধ্য স্থানে বৎসর২ কি দুই তিন বৎসর অন্তর এই রূপ একটি মেলার সৃষ্টি করেন তাহা হইলেও দেশের বিস্তর মঙ্গল হইতে পারে।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে, ১৮ই এপ্রিল তারিখে লর্ড লিটন কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন।

—রুশিয়ার এক ব্যক্তি ফটগ্রাফের এক নূতন ব্যবহার আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি এক রূপ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহা দ্বারা কোন পত্রের প্রকৃত আকার অপেক্ষা ২৩০০ গুণ ক্ষুদ্র আয়তনে উহার ছবি তোলা যাইতে পারে। আবার ইচ্ছা করিলে এই যন্ত্র দ্বারা এই ছবি পত্রের পূর্ব্বের আকারের ন্যায় বৃহৎ করা যাইতে পারে। ২৩০০ হস্ত লম্বা পত্রে যত বাক্য লেখা থাকে তাহা এক হস্ত পরিমাণ পত্রে সন্নিবেশিত করা যায়। আবার ইচ্ছা করিলে এই ফটোগ্রাফ যোগে এই এক হস্ত পত্রের লেখা পূর্ব্বের ন্যায় ২৩০০ হস্ত পত্রে বিস্তার করা যায়। এই যন্ত্র প্রচলিত হইলে ডাকে পত্র পাঠানের অনেক সুবিধা হইবে।

—পার্লিয়েমেণ্টের বর্ত্তমান অধিবেশনে গাইকোয়াড় মলহর রাওর মকর্দ্দমা উঠিবে নানা স্থান হইতে এই রূপ জনরব উঠিতেছে। মান্দ্রাজ টাইমস লিখিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট মলহর রাওর প্রতি যে অবিচার ও অত্যাচার করিয়াছেন, তিনি তাহার সবিশেষ বিবরণ বর্ণন করিয়া এক খানি আবেদন ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। মলহররাও ষ্টেট সেক্রেটরিকে এই আবেদন হাউস অব কমন্সে অর্পণ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছেন। এই জনরব কত দূর সত্য তাহা আমরা জানি না। মলহর রাওয়ের পদচ্যুতি হওয়া অবধি এই রূপ শত শত জনরব উঠিল। আমরা এই রূপ এক একটা জনরব শুনিয়া উল্লাসিত হই, এবং পরে আবার দেখি, সমুদয় অলীক। সুতরাং মান্দ্রাজ টাইমস্ যে জনরব তুলিয়াছেন, সেটী যে সত্য তাহা আমাদিগের বিশ্বাস হয় না। কিন্তু মলহর রাওর মকর্দ্দমা পার্লিয়েমেণ্টে না উঠিলে, এদেশীয়দিগের মনের কষ্ট রহিয়া যাইবে। মলহর রাওর প্রতি লর্ড নর্থব্রুক যেরূপ অত্যাচার করিয়াছেন; অন্যান্য অনেক গবর্ণরজেনেরলও স্বাধীন রাজারদিগের প্রতি এইরূপ বিস্তর অবিচার ও অত্যাচার করিয়া ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বরদার মোকর্দ্দমা লইয়া যেরূপ গোলমাল হয়, এরূপ গোলযোগ আর কখনই হয় না। নির্দ্দোষী মলহর রাওকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এদেশের আবাল-বৃদ্ধ যেরূপ ঐকান্তিক মনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন, এরূপ আর কোন কালেই হয় না, সুতরাং পার্লিয়েমেণ্টে এই বিষয় একবার উঠিলে আমাদিগের যত্নের চরম হইত। পার্লিয়েমেণ্ট আমাদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করুন আর না করুন, আমরা জানিতে পারিতাম যে আমরা প্রাণপণে মলহররাওয়ের নিমিত্ত যত্ন করিয়াছি। আমাদের আর একটি অভিজ্ঞতা জন্মাইত। আমরা জানিতাম যে স্বার্থের নিমিত্ত ইংরাজ জাতি কত দূর করিতে প্রস্তুত আছেন। মলহররাও আবার রাজ্য না প্রাপ্ত হউন কিন্তু পার্লিয়েমেণ্টে তাঁহার মকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে গবর্ণমেণ্ট আর কোন স্বাধীন রাজার প্রতি মিথ্যা ভাণ করিয়া অত্যাচার করিতে পারিতেন না। লর্ড নর্থব্রুক জিদ করিয়া মলহর রাওকে পদচ্যুত করেন, ষ্টেট সেক্রেটরির ইহাতে ইচ্ছা ছিল না। এখন ষ্টেট সেক্রেটরি ও লর্ড নর্থব্রুক এই দুই জনের সঙ্গে অতিশয় মনান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে দুইটি দল আছে। দুই দলে ঘোর বিবাদ। ইহার এক দলে ষ্টেট সেক্রেটরি, অপর দলে লর্ড নর্থব্রুক। লর্ড নর্থব্রুকের বিপক্ষ দল এখন প্রবল। সুতরাং লর্ড নর্থব্রুকের বিরুদ্ধে কোন আবেদন পড়িলে উহা সম্ভবতঃ পার্লিয়ামেণ্টে এখন স্থান পাইবে।

—পূর্ব্বে রাষ্ট্র হয় ডিউক অব বকিংহম ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইবেন। এখন অন্য আর এক জন আগমন করিতেছেন। লর্ড লিটনকে আমরা জানি না। তিনি ইংলণ্ডে থাকিতেন না, সুতরাং ইংলণ্ডবাসীরাও তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না। তবে সকলে একটি বিষয় জানেন। তিনি বিদেশীয় রাজার সঙ্গে কি রূপ কৌশলে রাজ কার্য্য করিতে হয় সে বিষয়ে বিশেষ দক্ষ। এবং এই নিমিত্ত তাঁহার প্রতি আমাদের তত আস্থার উদয় হইতেছে না। আর দিন দশেকের মধ্যে তিনি এখানে পৌঁছিবেন। পৌঁছিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে তিনি ভারতবর্ষের বন্ধু কি না। ডিউক অব বকিংহম মান্দ্রাজে ক্রমে যশস্বী হইতেছিলেন। সম্প্রতি একটি কাজ করিয়া তিনি আরো অধিক যশস্বী হইয়াছেন। কলিকাতার ন্যায় মান্দ্রাজে মিউনিশিপ্যাল আইনের পাণ্ডুলিপি তথাকার ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হয়। মান্দ্রাজ অতিশয় উত্তপ্ত হওয়ায় গবর্ণর স্বদলে পর্ব্বত শিখরে গমন করেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া উপরিউক্ত মিউনিশিপ্যাল আইন তিনি বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ব্যাবস্থপক সভার নন অফিশিয়াল সভ্যের পর্ব্বতে গমন করিতে অস্বীকার হন। গবর্ণর তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে এই আইনটী বিধিবদ্ধ কর অন্যায় বিবেচনা করেন। এই নিমিত্ত তিনি স্বদল সহিত আবার মান্দ্রাজে প্রত্যাগমন করিয়া অনুপস্থিত সভ্যগণের সম্মুখে এই আইনটী বিধিবদ্ধ করেন।

—হাবড়া পোলিসের অত্যাচার বর্ণন করিয়া এক ব্যক্তি ইংলিশম্যানে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন। পশ্চিম হইতে মালের গাড়িতে এক শত মন মৎস্য হাবড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হয়। পোলিস এই মৎস্য আটক করিয়া রাখেন। তাহারা বলেন যে, মৎস্য পচিয়া গিয়াছে, উহা বাজারে বিক্রয় করিতে দেওয়া যায় না। রেলওয়ে ষ্টেশনের ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবিষয় হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট গ্রাণ্ট সাহেবকে অবগত করান। মাজিষ্ট্রেট হাবড়ার হেলথ্ আফিশের ডাক্তার বার্ডকে মৎস্য পরীক্ষা করিতে প্রেরণ করেন। ডাক্তার সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, মৎস্য পচে নাই। পুলিসের উপর এদেশের লেকের ক্রমে বিদ্বেষ ভাব জন্মাইতেছে। সার রিচার্ড টেম্পল ইহ সম্পষ্টরূপে অবগত হইয়াছেন। তিনি গত বৎসরের রিপোর্টে যে রূপ ভাব দেখাইয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি পুলিসের দৌরাত্ম্য দমন করিতে কিছু মাত্র ত্রুটি করিবেন না। তিনি লিখিয়াছেন যে, কোন পুলিস কর্ম্মচারীর নামে কোন রূপ অভিযোগ হইলে, মাজিষ্ট্রেট উহার অনুসন্ধান করিবেন, সুতরাং এখন যদি দেশীয় লেকেরা ক্রমাগত পোলিসের অত্যাচার কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের কর্ণ গোচর করেন, তাহা হইলে অচিরাৎ পোলিস শাসিত হইবে। সম্ভবতঃ মাজিষ্ট্রেটেরা এরূপ অনেক অভিযোগে কর্ণপাত করিবেন না, কিন্তু সার রিচার্ড টেম্পল যদি যে রূপ কথায় বলিতেছেন সেই রূপ কাজ করেন তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেটের তদারক না করেন গবর্ণমেণ্ট এ সমুদয় অভিযোগের প্রতি তাচ্ছিল্য করিবেন না আসামের ষ্টিবেনস্ সাহেবের মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট। আসামির আবেদন অনুসারে পোলিসের কার্য্য প্রণালী অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত কমিসন নিযুক্ত করেন। যখন গবর্ণমেণ্ট এই আজ্ঞা প্রদান করেন, তখন পোলিস কর্ত্তৃক অত্যাচারগ্রস্ত নির্দ্দোষী ব্যক্তিদিগকে আমরা অনুরোধ করি তাহারা ষ্টিবন্স সাহেবের ন্যায় পোলিসের কার্য্যপ্রণালী অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। যদি এত দিন এদেশীয় দুই এক জন এরূপ কোন আবেদন গবর্ণমেণ্টে অর্পণ করিতেন তাহা হইলে আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিতাম যে, সার রিচার্ড টেম্পলের পোলিস সম্বন্ধে মনোগত ভাব কি! আমরা শুনিতেছি তিনি বাবু শরৎ চন্দ্র ঘোষালদিগের মকর্দ্দমা সংক্রান্ত কাগজ পত্র তলব করিয়া লইয়া গিয়াছেন। এঘটনাটী যদি প্রকৃত হয় এবং তিনি যদি ইহার সূক্ষ্ম বিচার করেন তাহা হইলে আমাদিগের বোধ হয় পোলিসের অনেক অত্যাচার ক্রমে হ্রাস হইবে।

—যশোরের জজ য়্যালেন সাহেব দুই বৎসরের বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন। ইনি যশোহরে উপস্থিত হইয়া সুদ্ধ যশোহর বাসীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন না, মনুষ্য জাতি ইহার কঠোর শাসনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। যদি হাই কোর্ট না থাকিত, তাহা হইলে য়্যালেন সাহেব এত দিন যশোহরের চৌদ্দ আনা লোক কারাগারে বন্দী করিতেন এবং অর্দ্ধেক লোক ফাসী কাষ্ঠে ঝুলাইতেন।

—ইংলণ্ডে যে সমুদয় সম্ভ্রান্ত বংশ গবর্ণমেণ্ট হইতে লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাদের সংখ্যা ক্রমে লুপ্ত হইতেছে। ১৯৬০ খৃঃ অব্দ হইতে ইংলণ্ডে ৩৮ এবং স্কটলাণ্ড ও আয়ার্লাণ্ডে ১৯ জন লর্ডের বংশ নির্ব্বংশ হইয়াছে। এখনকার লর্ড উপাধিধারীদিগের মধ্যে ৩ জনের বংশ লোপ হইবার সম্ভাবনা।

প্রেরিত।

"ভারত উচ্ছ্বাস ও আর্য্যদর্শন।"

মহাশয়,

গত সংখ্যক 'আর্য্যদর্শনে' যে যৌবরাজিক কবিতা মালা সমালোচিত হইয়াছে তাহা বোধ হয় আপনি দেখিয়া থাকিবেন। 'ভারত উচ্ছ্বাস' সম্বন্ধে বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন 'এ খানি অবকাশ রঞ্জিণী ও পলাশি যুদ্ধের রচয়িতার সম্পূর্ণ অযোগ্য। নবীন বাবুর অমৃত নিঃস্যন্দিনী লেখনী হইতে যে এরূপ অসার কবিতা গ্রন্থ প্রস্তুত হইবে তাহা আমরা কখন মনেও ভাবি নাই। বোধ হয় রাজ কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহার কবিত্ব শক্তি এই উপলক্ষে সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই।' বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন কারণ কবিতাটি আগা গোড়া রাজ তোষামদে পরিপূর্ণ!

আবার—'এ অবস্থায় তাঁহার এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া নবীন যশঃ কলঙ্কিত করা উচিত ছিল না।' পাঠকবর্গ দেখিয়া থাকিবেন যে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' 'সাধারণী' এবং 'বান্ধব' প্রভৃতি যাহারা এই কল্পিত সমালোচনা করিয়াছেন তাহাদেরও ঠিক এই মত!

শুধু ইহা নহে। 'উপসংহার কালে নবীন বাবুর নিকট নিম্ন লিখিত শ্লোকের অর্থ জানিতে ইচ্ছা করিয়া, তিনি নবীন বাবুর মূর্খতার চূড়ান্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

'সিপাহি বিদ্রোহে, ভারত কলঙ্ক
প্রক্ষালিল যারা শোণিত ধারায়'

যখন বিদ্যাভূষণ মহাশয় এম এ, ইহার অর্থ বুঝেন নাই, তখন ইহার অর্থ নাই বলিতে হইবে। অর্থ জিজ্ঞাসা করা তাঁহার সৌজন্যতা বহি নহে। নবীন বাবুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনিও এরূপ উত্তর দিয়াছেন। কিন্তু আমি ইহার এক রূপ অর্থ বুঝিয়াছি এবং বিদ্যাভূষন মহাশয়কে বুঝাইব।

১ম। ইহা সত্য কি না যে তাঁহার এবং নবিন বাবুর মধ্যে পলাশির যুদ্ধের প্রণয়ন, বিক্রয় এবং বিক্রয়ের হিসাব লইয়া ঘোরতর অসৌজন্যতার বিষয় হইয়াছে?

২য়। ইহা সত্য কি না যে এই কারণে 'ভারত উচ্ছ্বাস' তাঁহার যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল না বলিয়া তিনি নবীন বাবুর প্রতি যথেষ্ট বক্রোক্তি করিয়াছিলেন।

৩য়। ইহা সত্য কি না যে 'পলাশির যুদ্ধ' অন্য বিক্রেতার হস্তে অর্পণ করিবার অনুরোধ সত্বেও তিনি দীর্ঘ কাল যাবৎ সে অনুরোধ প্রতিপালন করিতেছেন না।

৪র্থ। ইহা সত্য কি না যে উক্ত ঘটনার পূর্ব্বে 'ভারত উচ্ছ্বাস' তাঁহার হস্তে সমালোচনার জন্যে অর্পিত হইয়াছিল।

বোধ হয় উপরোক্ত শ্লোকের অর্থ তিনি কেন বুঝিতে পারেন নাই, তাহা এখন বুঝিতে পারিবেন। তিনি না পারুন অন্ততঃ পাঠক মহাশয়েরা পারিবেন। উপরোক্ত ঘটনা সম্বলিত সমুদয় পত্র নবীন বাবু আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় যদি তৎসম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ করেন তবে আমি সমুদয় ঘটনা আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিব। কিন্তু তাদ্দ্বারা তাহার বিশেষ সম্মান বৃদ্ধি না হইবারই সম্ভাবনা এবং আমরা ভরসা করি তিনি বলপূর্ব্বক আমাদিগকে এই রূপ লজ্জাকর কার্য্যে টানিয়া আনিবেন না।

আমি তাহার সমালোচনার প্রতিবাদ করিতে আসি নাই। 'ভারত উচ্ছ্বাস' এখন বহুল পরিমাণে পঠিত এবং সমালোচিত হইয়াছে। আমার প্রতিবাদ দ্বারা তাহার কোন বিশেষ উপকার কি অপকার হইবার

সম্ভাবনা নাই। বিশেষত ইহাকে দ্বিতীয় স্থান দিয়া তিনি আপনার প্রতিবাদ আপনিই করিয়াছেন। তিনি জানেন যে, দ্বিতীয় স্থানের নীচ ইহার সন্নিবেশ করিলে তিনি উপহাসাস্পদ হইতেন। সাহিত্য সমাজে নবীন বাবুর স্থান এখন এত অস্থীর নহে যে,তাহা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এক কথায় টলিয়া যাইবে। আমি কেবল এই বলিতে আসিয়াছি যে অর্দ্ধ বৎসর পরে যৌবরাজিক কবিতাকলাপের সমালোচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। বিশেষতঃ উল্লেখিত ঘটন সকল তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত থাকিতে 'ভারত উচ্ছ্বাস" খানি সম্বন্ধে কোন রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উচিত কি না আমরা তাঁহার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি"

শ্রী কাঃ--

উন্নতি না অবনতি।

মহাশয়।

চারিদিক হইতে প্রতিধ্বনি হইতেছে, 'আমরা এখন ক্রমে২ উন্নতির সুখময় সোপানাবলীতে আরোহণ করিতেছি। ইংরাজ সহবাসে কিছু দিন পরে উন্নতির বিমল সৌরভে ভারত আমোদিত হইবে।' কিন্তু স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবই লক্ষিত হয়। ইংরাজ সহবাস আমাদিগের উন্নতি অপেক্ষা আমাদিগকে ক্রমে২ অবনতির দিকেই ধাবিত করিতেছে। সহসা এ কথা শুনিলে অনেকেই চমকিত হইবেন বটে, কিন্তু অর্থ শাস্ত্রবেত্তা দেশ হিতৈষীর নিকট এ কথা আশ্চর্য্যের নহে। প্রথমতঃ শিক্ষা বিভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। অনেকে বলিতেছেন, 'ইংরাজ জাতির কল্যাণে মূর্খতা ভারতবর্ষ হইতে একেবারে বিদূরিত হইতে চলিল, প্রতি বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ হইতে সহস্র২ দেশীয় নব যুবক 'মাষ্টার অব আর্ট" 'বেচিলার অব আর্ট' প্রভৃতি উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়া দেশের মুখোজ্জ্বল এবং উন্নতির পরিচয় প্রদান করিতেছেন। এমন কি কিছু দিন পরে দেশের কৃষকগণ পর্য্যন্ত জ্ঞান মালায় শোভিত হইয়া সভ্য জগতে উপনীত হইবে। এবং এই শিক্ষা দ্বারা প্রতি বর্ষে অনেক দেশীয় কৃতবিদ্য অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। অতএব ইহাকে উন্নতির চিহ্ন ব্যতীত অন্য কি বিশেষণ দেওয়া যাইতে পারে?' তাঁহাদিগের এই বাক্য গুলি হৃদয় হারিণী বটে, কিন্তু এই শিক্ষা দ্বারা আমাদিগের কত অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহার প্রতি একবার লক্ষ্য করিলে, অবশ্যই তাঁহাদিগের হৃদয় ভিন্নভাব ধারণ করিবে। বিদ্বান হইব বলিয়া আমাদিগের দেশের কয় জন লোক ইংরাজী শিক্ষা করে? কেবল অর্থোপার্জ্জনের জন্য নিজ শিশু পুত্রকে কি দেশীয় জনকগণ ইংরাজী শিক্ষায় নিযুক্ত করেন না? ইংরাজী শিক্ষার পরিবর্ত্তে যদি সংস্কৃত বিদ্যা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে আমরা স্বীকার করিতাম যে, শিক্ষা দ্বারা দেশের উন্নতি হইতেছে, এবং পরে হইবে। আজি যদি আমরা ইংরাজ সহবাস শূন্য হই, তাহা হইলে আমরা সেই ইংরাজী বিদ্যা দ্বারা কি উপকার প্রাপ্ত হইব? আর একটী কথা এই যে, আমাদিগকে শিক্ষিত না করিলে গবর্ণমেণ্টের ভারত শাসন করা কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিত। একে ত আমাদিগকে রাজ কর্ম্মের সামান্য পদে নিযুক্ত করিয়া গবর্ণমেণ্টের ৭২ কোটি টাকার অধিক ঋণ হইয়াছে। তাহাতে আবার আমাদিগের সেই কর্ম্মগুলিতে যদি বিলাত হইতে ইংরাজ আনিয়া মোটা বেতনে নিযুক্ত করিতে হইত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট অনেক দিন পূর্ব্বে দেউলিয়া হইতেন। আমাদিগকে শিক্ষিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট যে অনেক টাকা বাঁচাইতেছেন, তাহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে। আমরা এক্ষণে যে অর্থোপার্জ্জন করিতেছি, তাহা ইংরাজী শিক্ষা না করিলেও অর্থাৎ রাজকর্ম্মগুলি বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ভাষায় সম্পন্ন হইলে তাহা দ্বারাও আমরা এই অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতাম। গবর্ণমেণ্টের দাসবৃত্তি ভিন্ন ইংরাজী শিক্ষিত কয়জন বাঙ্গালী ইংরাজী বিদ্যাদ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন? এখন যেরূপ সময় উপস্থিত, তাহাতে আর কয়েক বর্ষ পরে ইংরাজী শিক্ষার প্রশংসা একেবারেই উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা। কারণ এখনই এত ইংরাজী শিক্ষিত পার্থী উপস্থিত যে গবর্ণমেণ্ট কোন মতেই তাঁহাদিগের অন্ন সংস্থান করিয়া দিতে সমর্থ নহেন। কয়েক বর্ষ পরে যখন ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা সহজে অর্থোপার্জ্জন হইবে না, তখন বঙ্গীয় পিতামাতা, অবশ্যই নিজ পুত্রগণকে অন্য বিষয়ে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইবেন। এখন অনেকে বলিবেন, ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা সাধারণের অর্থোপার্জ্জনের পথ যদিও পরিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু উহাদ্বারা বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ উন্নতি হইতেছে। কিন্তু আমরা বলি ইহার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা এক সময়ে যে সমূলে লোপ পাইবে তাহা অলক্ষে প্রকাশ করিতেছে। এখন দুইজন নব্য কৃতবিদ্য একত্রিত হইলে অনর্গল ইংরাজী ভাষা বমন করিতে থাকেন! যদি আবার গুরুজনদিগের সহিত নব্যগণের কথোপকথন করিতে হয়,তাহা হইলে ৯৫০টী ইংরাজী কথার সহিত বাকী ৫০টী বাঙ্গালা ভাঁজাল দেন! কালের গতিকে যাঁহারা এপর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষার ছায়াও দেখেন নাই, তাঁহারাও আবার কথোপকথনের সময় দুই চারিটা ইংরাজী বলিয়া ফেলেন। কাহাকেও পত্রলিখিতে হইলে ইংরাজী ভিন্ন কখনই ইহার বাঙ্গালার আশ্রয় গ্রহণ করেন না! পূজার নিমন্ত্রণের পত্র পর্য্যন্তও ইংরাজীতে লিখিতে হইবে! পাছে পিতাকে প্রণাম জানাইতে হয়, এই জন্য তাঁহাকেও "মাইডিয়ার-ফাদার,, বলিয়া ইংরাজীতে কার্য্য শেষ করিতে চেষ্টা করেন? এরূপ অবস্থায় ইহাই বিশেষ বোধগম্য হয় যে, আর কয়েক বর্ষ পরে বাঙ্গালা ভাষা বঙ্গদেশ হইতে একবারেই দূরীভূত হইবে। অনেকে বলিবেন, ইংরাজী ভাষা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার নাটক, নবেল, এবং কবিতা প্রভৃতির অনেক উন্নতি হইয়াছে। এ কথা ত স্বীকার করিতেই বাধ্য নহি। যদিও স্বীকার করা যায়, কিন্তু জিজ্ঞাস্য, যখন বাঙ্গাল ভাষাই রহিল না, তখন সে উন্নতিতে কি লভ্য? সে নাটক, নবেল, এবং কবিতা কে পড়িবে? অনেকে বলিতে পারেন, ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা দেশের সভ্যতা বৃদ্ধি হইয়াছে। এ কথা যে তাঁহারা বলিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ অনুকরণ এবং গোঁড়ামী আমাদিগের মধ্যে যত প্রবল, এত কোন জাতিতেই নাই। যখন ভারতবর্ষ আর্য্য রাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত, তখন আমরা হাটুর উপর পর্য্যন্ত বস্ত্র,নামাবলী বা এক খণ্ড শ্বেত উত্তরীয় এবং কদাচিৎ চটী চর্ম্ম পাদুকা ধারণ করিয়া সভ্যতাভিমানে গলিয়া যাইতাম। যখন ভারত বক্ষে যবন ধর্মকেতু উদয় হইল, তখন সে সমস্ত অসভ্যতার চিহ্ন বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলাম। দাড়ি রাখিলাম, পায়জামা, কাবা, মেড়েসা, পাগড়ী লপেটা জুতা পরিধান, আলবোলায় ধূমপান, শাক অন্ন, বা চিড়া দধির পরিবর্ত্তে মাংসের কালিয়া, কোপ্তা, দম ভোজন করিয়া এবং পারস্য বা আরব্য ভাষার পত্রলিখন, কথোপকথন ও সংগীত করিতে শিখিয়া আয়ো সভ্য হইলাম! সৌভাগ্য বশতঃ যবন ধর্মকেতু অস্তগত হইল, স্বার্থপর ইংরাজ জাতি আসিয়া, অধীনতা শৃঙ্খলে আমাদিগকে বদ্ধ করিলেন। আমরা অমনি একে একে সে গুলি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলাম। এখন কোট, প্যাণ্টুলান, কালাজুত, ছড়ী, ঘড়ী, জুড়ী গাড়ী, চুরুট, সাবান প্রভৃতি সেই সকল স্থান অধিকার করিয়াছে। আহার পরিবর্ত্তনের বিষয় লিখিতে গেলে ঘৃণা উপস্থিত হয়। ইংরাজেরা শীত প্রধান প্রদেশে বাস করেন, শরীর উষ্ম রাখিবার নিমত্ত নিয়মিত সুরা পান করা তাঁহাদিগের আবশ্যক। যদিও আমরা গ্রীষ্ম প্রধান প্রদেশে বাস করি, যদিও হউরোপীয় সুরা আমাদিগের অসহ্য, কিন্তু ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছ,জেতৃ জাতি সুরা সেবন করিতেছেন অতএব আমাদিগের সে অনুকরণ না করিলে সভ্যতা বৃদ্ধি হইবে কেন? কাজেই সুরাতরঙ্গে আবালবৃদ্ধ সকলেই গা ভাসান দিয়াছে। বঙ্গদেশ সুরাসাগরে ভাসিতেছে! অকালে অসংখ্য বাঙ্গালী সুরাসেবন দ্বারা সভ্যতা বৃদ্ধি করিতে গিয়া, বিষয় বিভব হারাইয়া কালের করাল কবলে পতিত হইতেছে! তথাপি চারি দিক হইতে প্রতিধ্বনি হইতেছে, 'সভ্যতা! সভ্যতা! সভ্যতা!' একেই কি বলে সভ্যতা? আজি যদি চীনবাসীরা আমাদিগের দেশে চৈনেয় রাজ পতাকা প্রোথিত করে, আমরা অমনি ইংরাজী বেশ ভূষা জাহ্নবী-জলে নিক্ষেপ করিয়া চীনবাসীগণের ন্যায় মস্তকে দীর্ঘ বেণী রাখিব, আচার, ব্যবহার, কথোপকথন, লিখন পঠন সমস্তই পরিবর্ত্তিত করিয়া সভ্যতার শেষ সীমায় পদার্পণ করিয়াছি বলিয়া অভিমান করিব! আমাদিগের স্বভাবই এই যে, আমরা যখন যে জাতির অধীনে থাকিব সেই জাতির আচার, ব্যবহারাদির অনুকরণ করিয়া আপনাদিগকে সভ্য মনে করিব। অনেকে বলিবেন, ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা সামাজিক কুসংস্কার সকল দূর হইতেছে। এ কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন, ইংরাজী শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে অনেকেই নিজ পিতাকে বন্ধুগণের সমক্ষে "বাজার সরকার" বা 'বাগানের মালী' বলিয়া পরিচয় দিয়া সমাজের কেমন কুসংস্কার বৃদ্ধি করিতেছেন। অপর বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ প্রভৃতি কি কুসংস্কার? কখনই নহে। আমেরিকা আমাদিগের অপেক্ষ সহস্র গুণে সভ্য, কেন তাহারা স্বদেশে বহু বিবাহ প্রচলন করিতে উদ্যত হইতেছে? অনেক নব্য যুবকের চক্ষে মৃত দেহ দাহ করা কুসংস্কার, কিন্তু যে ইংরাজ জাতির আমরা গোড়া হইয়াছি, তাঁহারা কেন সমাধির পরিবর্ত্তে স্বদেশে দাহ প্রথা প্রচলন করিতেছেন? ইংরাজী চক্ষে তাঁহারা সকলেই কুসংস্কার দেখিবেন। কিন্তু সে গুলি কুসংস্কার নয়, সময় ভেদে সামাজিক নিয়ম গুলি দোষ গুণের হয়, তাহা জান উচিত। কেহ২ বলেন, ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা দেশের অনেক ভণ্ড ধার্ম্মিকের সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। আমরা বলি, ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা দেশে বর্ষে২ অনেক গুলি 'অদ্ভুত জানোয়ার' জন্মিতেছে। ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে অনেকেই না হিন্দু, না মুসলমান, না খৃষ্টান, না আধুনিক ব্রাহ্ম। ইহারা প্রতিমা পূজাও করেন না, চর্চ্চা, মসজিদ এবং ভজনা মন্দিরেও গমন করেন না। ধর্ম্মের সঙ্গে ইহাদিগের কোন সংস্রব নাই। যাহাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, তাহাদিগকে 'অদ্ভুত জানোয়ার' ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে? ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা আমরা স্বাধীনতা, স্বার্থ, সভা, বক্তৃত, এবং জাতীয় প্রভৃতি শব্দের অর্থ জানিয়াছি, এ কথাও অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু জগতে এখনও এমন অশিক্ষিত জাতি আছে, যাহারা স্বাধীনতার মর্ম্ম এবং স্বার্থ বুঝে, দেশ রক্ষার জন্য সভা করে, বক্তৃতা করে এবং জাতীয় শব্দাদির অর্থ আমাদিগের অপেক্ষা অধিক জানে। ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা এ গুলি ঘটনা। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা আমাদিগের মানসিক বৃত্তি সকল কি উন্নত হয় নাই? হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই মানসিক বৃত্তি আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছে। আমাদিগকে বিলাসী, বাবু করিয়া তুলিয়াছে। দেশের উন্নতির চিন্তা দূরে রাখিয়া, কিসে লোকে বাবু বলিবে, কিসে উন্নত মানসিক প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইবে, এই চিন্তার অনুরোধে ইংরাজ বণিকগণ কর্ত্তৃক আনীত সৌখীন দ্রব্য গুলি ক্রয় করিয়া উন্নত মনের পরিচয় দিতেছি। ইংরাজ বণিকেরা আমাদিগের চক্ষে ধুলি দিয়া বর্ষে বর্ষে কোটি কোটি টাকা ইংলণ্ডে লইয়া যাইতেছেন। বঙ্গদেশ ক্রমে২ ধন শূন্য-অন্তসার শূন্য হইতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা আমাদিগের কি লভ্য হইতেছে? উন্নতি না অবনতি?

শ্রীনবিন চন্দ্র দত্ত
কৃষ্ণনগর।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়